# এরাও মানুষ



নাট্যরূপ

## শ্রীসন্তোষ সেন

[ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ]



ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬



মূল্য—২৲

প্রথম অভিনয় রজনী
বৃহস্পতিবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

মুদ্রাকর—
শ্রীঅনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

# উৎসর্গ

যাঁর

অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা আর আশীর্ব্বাদ না পেলে নাট্যকার বলে পরিচিত হ'বার সামান্য সুযোগটুকুও জীবনে আসতো না, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ছাপার অক্ষরে প্রথম নাটক, সেই পরম আরাধ্যা জননীর শ্রীচরণে অঞ্জলি দিলাম। ইতি—

সন্তোষ সেন

# নাট্যকারের বক্তব্য

আমাদেরই আশেপাশে চেনা-জানা-পরিচিতদের মাঝে, এমন অনেক অসহায়, উপেক্ষিত মানুষ আছে, যাদের আমরা অবহেলা আর অনাদরে আরও অমানুষ করে তুলি। এইসব বুদ্ধিহীন মানুষদের দিকে আমরা যদি এতটুকু কৃপাচক্ষে দেখি, যদি এদের অর্দ্ধসুপ্ত-মনের দিকে এতটুকু দৃষ্টি দিই—এরাও আমাদের মতই "মানুষের" জীবন যাপন করতে পারে। এমনি এক চির-অনাদৃত, অবহেলিত, জড়বুদ্ধি, পঙ্গু মানুষ "দাশু" এই নাটকের প্রধান চরিত্র। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো এদের সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ করে তোলা সম্ভব নয়। তবুও আমরা যদি এদের প্রতি এতটুকু সমবেদনা জানাই, সহানুভূতি দেখাই, একটুখানি স্নেহ করি, ভালবাসি—হয়তো, এদের এই জড় প্রকৃতিরও খানিকটা পরিবর্ত্তন সম্ভব। এরাও স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার কাঙাল—"এরাও মানুষ।"

বিধাতার অভিশাপ বিড়ম্বিত এদের জীবন,—আমরা আবার নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাকে অসহনীয় ক'রে তুলি কেন? মৃত্যুই যদি শান্তির পথ হয়, তাহলে, মানুষ বাঁচবার সাধনা করে কেন? এই "দাশুর" মত অসহায় হতভাগ্যদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে শান্তি আমরা দেবো না, প্রাণের ভালবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, এদের আবার মানুষ করে তুলবো এইটিই এ নাটকের অন্তরের কথা।

অনুজপ্রতিম শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন দিয়ে গড়া কাহিনী আজ তারই অভিনয় গুণে সজীব হয়ে উঠেছে। নাটক রচনা কালে সু-অভিনেতা শ্রীকমল মিত্র মহাশয় আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। বন্ধুবর শ্রীভবেন পাল প্রতিপদে, প্রতি মূহূর্ত্তে নানা সুপরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীপরিমল সেন্ ও শ্রীমণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। সুদক্ষ চরিত্রাভিনেতা শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে কয়েকটি বিশেষ suggestion দিয়ে নাটকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

করে তুলেছেন। এঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাচ্ছি। মিনার্ভার বর্ত্তমান প্রযোজক শ্রীকৃষ্ণরমণ কুণ্ডু মহাশয় এমনি একখানি কঠিন শিক্ষামূলক সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ করবার দুঃসাহস দেখিয়ে সকলকেই বিস্মিত করেছেন—তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বহুগুণী জ্ঞানী মানী ব্যক্তি, সমালোচক ও সাংবাদিকের দল নাটকটি দেখে অনেক কিছু বলেছেন এবং তাঁদেরই মূল্যবান উপদেশে নাটকের অনেক জায়গায় কমবেশী পরিবর্ত্তনও করেছি—এঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে সব নেপথ্য কর্ম্মীর দল নাটকটির সুষ্ঠু পরিবেশনায় সাহায্য করেছেন, আজ তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে ধন্যবাদ দিই ডি. এম. লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী শ্রীগোপালদাস মজুমদার মহাশয়কে, তিনি দৃষ্টিপাত না করলে নাটকটি হয়তো আরো কিছুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতো।

সৌখিন সম্প্রদায়, যাঁরা এই নাটক মঞ্চস্থ করবেন. তাঁদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—ব্যক্তিগত অভিনয়ের চেয়ে সমষ্টিগত অভিনয়ের দিকে তাঁরা যেন সজাগ দৃষ্টি রাখেন। সমবেত অভিনয়ই নাটকটির আসল সুরটিকে বাঁচিয়ে রাখবে।

নাটকটিতে একখানি মাত্র গান আছে। সেটি রচনা করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী।

পরিশেষে আমার নিবেদন, এই নাটকের অভিনয় দেখে বা পড়ে যদি কারুর মনে এতটুকুও ছায়াপাত হয়, যদি "দাশুর" মত হতভাগ্যদের জন্যে মমতা জাগে, তাহলেই আমার এই রচনা সার্থক বলে মনে করবো। ইতি—

'রথযাত্রা'
৯ই জুলাই, ১৯৫৬

সন্তোষ সেন

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সংগঠনে

## এরাও মানুষ

| | | |
|---|---|---|
| প্রযোজনা | ... | শ্রীকৃষ্ণরমণ কুণ্ডু |
| পরিচালনা | ... | „ ভবেন পাল |
| সঙ্গীত পরিচালনা | ... | „ নারায়ণ বসাক ও পটল ঘোষ |
| নৃত্য পরিচালনা | ... | „ মিহির রায় চৌধুরী |
| পর্য্যবেক্ষণা | ... | „ মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় |
| শিল্প নির্দ্দেশনা | ... | „ শিবু ঘোষ |
| আলোক নিয়ন্ত্রণ | ... | „ কাশীনাথ পাল |
| রূপসজ্জাকর | ... | „ অমূল্য দাস |
| মঞ্চ ব্যবস্থাপনা | ... | „ মিলন দত্ত |
| স্মারকদ্বয় | ... | „ শান্তি চক্রবর্ত্তী ও অমূল্য ব্রহ্ম |
| প্রচার সচিব | ... | „ নিতাইচাঁদ দে |
| আবহ সঙ্গীত | ... | „ পটল ঘোষ ( পিয়ানো ) |
| | | „ ফণীভূষণ ব্যানার্জ্জি ( ক্ল্যারিওনেট ) |
| | | „ বিমল চৌধুরী ( ঢোল ) |
| | | „ যতীন দাস ( ট্রামপেট্ ) |
| | | „ প্রভাস দাস ( বেহালা ) |
| | | „ নিমাই চ্যাটার্জ্জি ( বাঁশী ) |
| | | „ গোপাল দাস ( তবলা ) |

মঞ্চসজ্জায়—সুধীর রায়, বলাই অধিকারী, কানাই দাস, কৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণ ঘোষ, বিজয় চিত্রকর, শ্যামাপদ চিত্রকর, রেণুপদ চিত্রকর ও কালিপদ দাস।

রূপসজ্জায়—মহম্মদ হাসিব, বিজয় ঘোষ ও গদাই চন্দ্র দাস
আলোক সম্পাতে—ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ভোলানাথ পাল, নিমাই রায়, রহমান, শক্তিপদ ঘোষ ও গোপীনাথ।
স্বরক্ষেপণে—বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি।

## চরিত্র রূপায়নে

| | | |
|---|---|---|
| কমল | — | শ্রীকমল মিত্র |
| দাশু | — | „ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় |
| মিণ্টু | — | মাঃ প্রণব |
| তপন | — | শ্রী পরিমল সেন |
| বিশ্বনাথ | — | „ অবিনাশ দাস |
| কালীরাম | — | „ রাধারমণ পাল |
| অনন্ত | — | „ নীলু চ্যাটার্জ্জি (এ্যঃ) পরে জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| প্রাণবল্লভ | — | বাণীবাবু |
| ভণ্ডুল | — | শ্রীসুশীল চক্রবর্ত্তী |
| মিঃ গস্ | — | „ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ললিত | — | „ রথীন ঘোষ |
| পীতাম্বর | — | „ নকুল গাঙ্গুলী |
| অঞ্জলি | — | শ্রীমতী সাধনা রায় চৌধুরী |
| অমিতা | — | „ বনানী চৌধুরী পরে শ্যামলী চক্রবর্ত্তী |
| মাধুরী | — | „ মায়া ভট্টাচার্য্য |
| পুঁটি | — | „ বেলা সরকার |
| মধুমালতী | — | „ ভারতী রায় |
| মিস্ বেবি | — | „ বনশ্রী চক্রবর্ত্তী |

1361

# এরাও মানুষ

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

### অঞ্জলির ঘর

[ সুসজ্জিত কক্ষ। টেবিল, চেয়ার, কৌচ, সোফা, সবই যথাস্থানে রাখা আছে। পিছন দিকে "বুকশেল্‌ফ"—অনেকগুলি ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে বই সাজানো আছে। শেল্‌ফের উপরে ছোট্ট রেডিও সেট্।

দৃশ্য উঠিলে দেখা যায় ঘর খালি—কমল ঘরে প্রবেশ করিয়া Radio খুলিয়া দেয় এবং একটি কাগজ লইয়া কৌচে আসিয়া বসে।

রেডিও বাজিতে থাকে—কমল কাগজ পড়ে—। কমলের স্ত্রী অঞ্জলির প্রবেশ—হাতে একটি রেকাবিতে কয়েকটি কচুরী এবং এক গ্লাস জল। টেবিলের উপর কচুরির ডিস রাখিয়া রেডিওটি বন্ধ করিয়া আসে এবং কমলকে বলে ]।

অঞ্জলি। নাও, গরম গরম খেয়ে ফেল।

কমল। কি ব্যাপার বলত……হঠাৎ এত খাবার?

অঞ্জলি। পূরো তিনমাস মফঃস্বলে Tour করে ফিরে এলে। ভাবলাম, আজ দুখানা কড়াইশুঁটির কচুরি করি·····
তাই গরম গরম ভেজে নিয়ে এলাম। কেমন হয়েছে ?

কমল। [ খাইতে খাইতে বলে ] বাঃ খুব ভালো হয়েছে। মিণ্টু কোথায় গেল ?

অঞ্জলি। কোথায় আর যাবে ? তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কুকুর নিয়ে খেলা করছে।

কমল। ডাকো-না, দুখানা কচুরি খাক্।

অঞ্জলি। [ ডাকে ] মিণ্টু···মিণ্টু···

[ নেপথ্য হইতে মিণ্টু সাড়া দেয়—"যাই মা···।" মিণ্টুর প্রবেশ—পরণে প্যাণ্ট ও সার্ট। বয়স—বছর দশেক হইবে। ]

কমল। এই নে মিণ্ট, খা···।

[ কমল মিণ্টুকে কচুরি দেয়, মিণ্টু খাইতে খাইতে বলে ]

মিণ্টু। খুব ভালো হয়েছে মা। আর দুখানা দাও না ?

অঞ্জলি। ওগুলো খা, আবার দেবো'খন।

মিণ্টু। [ অনুনয়ের সুরে বলে ] দুখানা দাও না মা, কাকুকে দিয়ে আসি।

অঞ্জলি। কাকু তো ঐ মড়াখেগো কুকুরটাকে খাওয়াবে।

মিণ্টু। না মা, টমিকেও দেবে নিজেও খাবে।

অঞ্জলি। তোদের ঐ টমিকে গেলাবার জন্যে আমার ঘুম হচ্ছে না

কমল। আহা, দাশুকে দুখানা পাঠিয়ে দাও-না।

অঞ্জলি। তুমি খাও তো, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়েই বা কি হবে, ওকি নিজে খাবে। ঐ কুকুরটাকে খাওয়াবে।

কমল। এখানে ডাকবো ?

অঞ্জলি। না না ডাকতে হবে না আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ অঞ্জলির প্রস্থান। মিণ্টু দুখানা কচুরী চুপি চুপি পকেটে পোরে—কমল দেখতে পেয়ে বলে ]

কমল। ও কি হচ্ছে ?

মিণ্টু। কাকুকে খাইয়ে দেবো···মা দেবে না বাবা।

কমল। দেবে না কেন ?

মিণ্টু। মা আমাদের এত খাবার দেয় আর কাকুর বেলায় শুধু দুখানা বিস্কুট আর চা। ঐটুকুতে কি কাকুর পেট ভরে ?

কমল। ও·······।

মিণ্টু। আমি তাই লুকিয়ে কাকুকে খাবার দিয়ে আসি।

কমল। বেশ কর।

[ মিণ্টু চুপিচুপি বলে ]

মিণ্টু। একটা বড় কাঁচের গেলাস এনে দেবে বাবা ?

কমল। কেন বাবা।

মিণ্ট। মা কাকুকে দুধ দিয়েছিল, কাকু ভেঙ্গে ফেলেছে ! মা জানতে পারলে ভীষণ বকবে।

কমল। একটু পরে আমি বেরুবো, এনে দেবো'খন, কেমন ?

মিণ্টু। লুকিয়ে নিয়ে আসবে—মা দেখতে পাবে না।

[ অঞ্জলির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। কি....বাপ ব্যাটায় কিসের পরামর্শ হচ্ছে ?

[ মিণ্টু পকেটে হাত চাপা দিয়া ছুটিয়া পালায় ]

অঞ্জলি। ঐ দেখ—কাকুর মুখের সামনে বসে গজরগজর করতে চললেন।

কমল। খেলবার সঙ্গী তো নেই, ওই বা কি করে বল ?

অঞ্জলি। ঐ বুড়ো দামড়া ওর খেলার সঙ্গী ? মরণ আর কি ? হ্যাঁ শোন, দাদা একশো টাকা পাঠিয়েছেন।

কমল। কেন ?

অঞ্জলি। জামা কাপড় কেনবার জন্যে।

কমল। এই তো সেদিন কাপড় কিনলে, আবার ?

অঞ্জলি। সেও আমার দাদার টাকায় কিনেছি, এবারও দাদার টাকাতেই কিনবো।

কমল। ও ....তা কেনো।

অঞ্জলি। বারে, তুমি সঙ্গে না গেলে, কার সঙ্গে গিয়ে কিনবো।

কমল। রবিবারের আগে তো আমার সময় হবে না।

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

অঞ্জলি। বেশ রবিবারেই যাওয়া যাবে।

মিণ্টু। কোথায় মা ?

অঞ্জলি। তোমার আমার জামা কাপড় কিনতে যাবো।

মিণ্টু। আর কাকুর ?

অঞ্জলি। সে হবে'খন।

মিণ্টু। কাকুর জামা কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে মা।

অঞ্জলি। যাক্‌গে।

কমল। তা ওরও না হয় কেনা যাবে।

অঞ্জলি। কোন দরকার নেই। রোজরোজ কাপড় জামা ছিঁড়লে চলবে কেন? ঐ ছেঁড়া কাপড় জামা পরেই থাক্‌বে।

কমল। আমরা ভাল ভাল জামা কাপড় পরে থাক্‌বো, আর আমারই ভাই, সে ছেঁড়া কাপড় জামা পরে থাকবে?

অঞ্জলি। ভায়ের জন্যে বড় দরদ দেখছি যে? অতই যদি টান, কিনে দিলেই তো পারো।

কমল। দিতে হবে।

অঞ্জলি। তাই দিও। এ টাকায় ওকে কেন কাপড় কিনে দেবো বলতে পারো? দামড়া-গোপাল ঘরে বসে বসে খালি গিলবেন আর জিনিষ পত্তর ভাঙবেন। অমন মানুষকে কেউ ঘরে রাখে।

কমল। দেখ ·…।

অঞ্জলি। দেখাদেখির এতে কি আছে? যা সত্যি, তা বল্‌তে আমি ভয় পাই না……সে শিক্ষা আমি পাইনি।

[ রাগিয়া প্রস্থান ]

কমল। [ মিণ্টুকে বলে ] তোমার বিশুদাদাকে একবার ডেকে দাও তো বাবা ?

মিণ্ট। দিচ্ছি! [ উচ্চৈস্বরে ডাকে ] বিশুদা বিশুদা ·····।

[ ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান ]

[ কিছু পরে বিশ্বনাথের প্রবেশ। বিশ্বনাথ এবাড়ীর বহু পুরাতন ভৃত্য। কমল ও দাশুকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে ]

বিশু। আমায় ডাকছিলে ?

কমল। হ্যাঁ বিশুকাকা। দাশুর জামাকাপড় যে সব ছিঁড়ে গেছে, আমায় বলনি কেন ?

বিশু। কে বল্‌লে।

কমল। মিণ্টু বলছিল।

বিশু। বাইরে থেকে সবে তো কাল রাত্তিরে বাড়ী ফিরলে —ধীরে সুস্থে বলব ভেবেছিলাম।

কমল। তা তোমার বৌমাকেও তো বলতে পারতে ?

বিশু। বলেছি।

কমল। তিনি কি বল্‌লেন ?

বিশু। বল্‌লেন······থাক্‌ তোমার শুনে কাজ নেই। ও যেমন করে হোক্‌ চলে যাবে।

কমল। তার মানে· ? তোমার বৌমা কি বল্‌লেন শুনিনা ?

বিশু। বল্‌লেন, রোজ রোজ নতুন জামা কাপড় কে

যোগাবে? ঐগুলো সেলাই করে নিলেই খাসা পরা যাবে।

কমল। খাসা পরা যাবে?

বিশু। আমি সেলাই করে দিয়েছি, ও পরছে। আর নতুন জামা-কাপড়ের দরকার নেই।

কমল। দরকার নেই কেন···নিশ্চয়ই আছে। নিজের ভাইকে তো বছরে দু তিনবার করে দামী দামী কাপড় জামা পাঠান হয় আর আমার ভায়ের বেলায় যত দোষ।

বিশু। বড্ড ছিড়ে ফেলে কিনা? সত্যিই তো, কোত্থেকে রোজ রোজ নতুন জামা-কাপড় আসে।

[ অঞ্জলির প্রবেশ—কমল পিছন ফিরিয়াছিল, দেখিতে পায় না। ]

কমল। যেখান থেকে হোক্ আস্‌বে। তা বলে দাশু ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে থাকবে না।

অঞ্জলি। না না, তা থাকবে কেন? আমার বাবার দৌলতে, সাহেবি ফার্ম্মে বড় চাকরী পেয়েছ, দু পয়সার মুখ দেখ্‌ছো · বড়মানুষি না দেখালে কি চলে? রোজ-রোজ কাপড়-জামা আসবে—দুবেলা আসবে।

কমল। মিণ্টুর যদি জামা ছিঁড়ে যেতো আস্‌তো না?

কমল। একটু পরে আমি বেরুবো, এনে দেবো'খন, কেমন ?

মিণ্টু। লুকিয়ে নিয়ে আসবে—মা দেখতে পাবে না।

[ অঞ্জলির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। কি····বাপ ব্যাটায় কিসের পরামর্শ হচ্ছে ?

[ মিণ্টু পকেটে হাত চাপা দিয়া ছুটিয়া পালায় ]

অঞ্জলি। ঐ দেখ—কাকুর মুখের সামনে বসে গজরগজর করতে চল্‌লেন।

কমল। খেলবার সঙ্গী তো নেই, ওই বা কি করে বল ?

অঞ্জলি। ঐ বুড়ো দাগড়া ওর খেলার সঙ্গী ? মরণ আর কি ? হ্যাঁ শোন, দাদা একশো টাকা পাঠিয়েছেন।

কমল। কেন ?

অঞ্জলি। জামা কাপড় কেনবার জন্যে।

কমল। এই তো সেদিন কাপড় কিনলে, আবার ?

অঞ্জলি। সেও আমার দাদার টাকায় কিনেছি, এবারও দাদার টাকাতেই কিনবো।

কমল। ও ···তা কেনো।

অঞ্জলি। বারে, তুমি সঙ্গে না গেলে, কার সঙ্গে গিয়ে কিনবো।

কমল। রবিবারের আগে তো আমার সময় হবে না।

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

অঞ্জলি। বেশ রবিবারেই যাওয়া যাবে।

মিণ্টু। কোথায় মা ?

অঞ্জলি। তোমার আমার জামা কাপড় কিনতে যাবো।

মিন্টু। আর কাকুর ?

অঞ্জলি। সে হবে'খন।

মিন্টু। কাকুর জামা কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে মা।

অঞ্জলি। যাক্‌গে।

কমল। তা ওরও না হয় কেনা যাবে।

অঞ্জলি। কোন দরকার নেই। রোজরোজ কাপড় জামা ছিঁড়লে চলবে কেন? ঐ ছেঁড়া কাপড় জামা পরেই থাক্‌বে।

কমল। আমরা ভাল ভাল জামা কাপড় পরে থাক্‌বো, আর আমারই ভাই, সে ছেঁড়া কাপড় জামা পরে থাকবে ?

অঞ্জলি। ভায়ের জন্যে বড় দরদ দেখছি যে ? অতই যদি টান, কিনে দিলেই তো পারো।

কমল। দিতে হবে।

অঞ্জলি। তাই দিও। এ টাকায় ওকে কেন কাপড় কিনে দেবো বলতে পারো ? দামড়া-গোপাল ঘরে বসে বসে খালি গিলবেন আর জিনিষ পত্তর ভাঙবেন। অমন মানুষকে কেউ ঘরে রাখে।

কমল। দেখ · · · ।

অঞ্জলি। দেখাদেখির এতে কি আছে ? যা সত্যি, তা বল্‌তে আমি ভয় পাই না······সে শিক্ষা আমি পাইনি ।

[ রাগিয়া প্রস্থান ]

কমল। [ মিণ্টুকে বলে ] তোমার বিশুদাদাকে একবার ডেকে দাও তো বাবা ?

মিণ্ট। দিচ্ছি! [ উচ্চৈস্বরে ডাকে ] বিশুদা বিশুদা · ···।

[ ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান ]

[ কিছু পরে বিশ্বনাথের প্রবেশ। বিশ্বনাথ এবাড়ীর বহু পুরাতন ভৃত্য। কমল ও দাশুকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে ]

বিশু। আমায় ডাকছিলে ?

কমল। হ্যাঁ বিশুকাকা। দাশুর জামাকাপড় যে সব ছিঁড়ে গেছে, আমায় বলনি কেন ?

বিশু। কে বল্‌লে।

কমল। মিণ্টু বলছিল।

বিশু। বাইরে থেকে সবে তো কাল রাত্তিরে বাড়ী ফিরলে —ধীরে সুস্থে বলব ভেবেছিলাম।

কমল। তা তোমার বৌমাকেও তো বলতে পারতে ?

বিশু। বলেছি।

কমল। তিনি কি বল্‌লেন ?

বিশু। বল্‌লেন·····থাক্ তোমার শুনে কাজ নেই। ও যেমন করে হোক্ চলে যাবে।

কমল। তার মানে· ? তোমার বৌমা কি বল্‌লেন শুনিনা ?

বিশু। বল্‌লেন, রোজ রোজ নতুন জামা কাপড় কে

যোগাবে? ঐগুলো সেলাই করে নিলেই খাসা পরা যাবে।

কমল। খাসা পরা যাবে?

বিশু। আমি সেলাই করে দিয়েছি, ও পরছে। আর নতুন জামা-কাপড়ের দরকার নেই।

কমল। দরকার নেই কেন···নিশ্চয়ই আছে। নিজের ভাইকে তো বছরে দু তিনবার করে দামী দামী কাপড় জামা পাঠান হয় আর আমার ভায়ের বেলায় যত দোষ।

বিশু। বড্ড ছিড়ে ফেলে কিনা? সত্যিই তো, কোথেকে রোজ রোজ নতুন জামা-কাপড় আসে।

[ অঞ্জলির প্রবেশ—কমল পিছন ফিরিয়াছিল, দেখিতে পায় না। ]

কমল। যেখান থেকে হোক্ আস্‌বে। তা বলে দা'শু ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে থাকবে না।

অঞ্জলি। না না, তা থাকবে কেন? আমার বাবার দৌলতে, সাহেবি ফার্ম্মে বড় চাকরী পেয়েছ, দু পয়সার মুখ দেখ্‌ছো· বড়মানুষি না দেখালে কি চলে? রোজ-রোজ কাপড়-জামা আসবে—দুবেলা আসবে।

কমল। মিণ্টুর যদি জামা ছিঁড়ে যেতো আস্‌তো না?

অঞ্জলি। মিন্টুতে আর তোমার ভায়েতে অনেক তফাৎ। একজন মানুষ আর একজন···

[ বলিতে গিয়া থামিয়া যায় ]

কমল। আর একজন···?

অঞ্জলি। অমানুষ।

কমল। অমানুষ নয়, অসহায় মানুষ। তোমার আমার মতন সাধারণ বুদ্ধি যদি ওর থাকতো, ওর জন্যে ভাববার কোন দরকারই হোত না। বিধাতার অভিশাপে ও জড়বুদ্ধি বিকার গ্রস্থ হয়ে গেছে। ওকে যত্ন করা আমাদের কর্ত্তব্য।

অঞ্জলি। কর্ত্তব্য জ্ঞানটা আজ বড্ড বেশী বলে মনে হচ্ছে? এ সম্বন্ধে হঠাৎ উপদেশ কে দিলে? তোমার বিশু কাকা বোধ হয়?

বিশু। আমি কিছু বলিনি বৌমা।

অঞ্জলি। তুমি কি বলেছ না বলেছ আমি শুনিনি। তবে কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তুমি মাথা গলাতে আসো। এটা তুমি ভুলে যেওনা যে, তুমি এবাড়ীর চাকর।

[ ক্রুদ্ধা অঞ্জলির প্রস্থান ]

কমল। বিশুকাকা, সবাই মিলে তো বড়লোকের মেয়ে ঘরে এনেছিলে ; তখন একবারও ভেবে দেখনি যে, ঐ

বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে, আমাদের সাধারণ ঘরের সবাইকে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা ?

বিশু। বৌমা যা বল্‌লেন এ তো সত্যি কথা। এ বাড়ীর চাকর বই তো নয়।

কমল। মৃত্যুশয্যায় বাবার শেষ কথা মনে পড়ে বিশুকাকা ?

বিশু। কি কথা ?

কমল। বাবা বলেছিলেন, "বিশ্বনাথ এ বাড়ীর চাকর নয়, আমার ছোট ভাইয়ের মতন।" এতটুকু বয়সে মা আমাদের ফেলে পালিয়ে গেলেন। তুমিই তো আমাদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ ?

বিশু। বাড়ীর পুরাণো চাকর বাকরেরা এ তো করেই থাকে বড়বাবু।

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

মিণ্টু। বিশুদাদা, শীগ্‌গীর চল—কাকু ভয়ানক রেগে গেছে।

বিশু। কেন ?

মিণ্টু। দেখবে চলনা কি করছে। চা খায়নি, কচুরি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

বিশু। তাই নাকি ? চল··চল···

[ মিণ্টু ও বিশুর প্রস্থান ]

[ কমল কিছু পরে প্রস্থানোদ্যত হয়, এমন সময় বাহির হইতে কুকুরের ডাক শোনা যায় এবং মাধুরী হাঁফাইতে

হাঁফাইতে ছুটিয়া আসে। কমলকে দেখিয়া মাধুরী এক গলা ঘোমটা টানিয়া, জিভ কাটিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়ায়। কমল প্রস্থান করে। মাধুরী এই পাড়ারই মেয়ে—সদ্য বিবাহ হইয়াছে। অঞ্জলির সহিত তাহার খুব ভাব। মাধুরীর চরিত্রের বিশিষ্টতা হইল সারাদিন পাড়ার সব বাড়ী ঘুরিয়া এ বাড়ীর কুৎসা ও বাড়ীতে আবার ও বাড়ীর কুৎসা এ বাড়ীতে গাহিয়া বেড়ায়। ]

মাধুরী। [ ভীতস্বরে ডাকে ] অঞ্জলিদি ··অঞ্জলিদি···

[ অঞ্জলির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। একি···মাধুরী যে রে? শ্বশুর বাড়ী থেকে কবে এলি?

মাধুরী। দাঁড়াও ভাই, আগে একটু জিরিয়ে নিই। উঃ, এক্ষুনি হয়েছিল আর কি?

অঞ্জলি। কি হয়েছিল?

মাধুরী। হাইড্রোফোবিয়া ( Hydrophoebia )।

অঞ্জলি! হাইড্রোফোবিয়া? সে আবার কি?

মাধুরী। আগে এক গেলাস জল দাও ভাই, খেয়ে নিয়ে বল্‌ছি।

[ অঞ্জলি জল আনিয়া দেয়—পান করিয়া মাধুরী বলে ]

মাধুরী। হাইড্রোফোবিয়া মানে জলাতঙ্ক·· জল দেখলেই

আতঙ্ক [ আর একটু জল খাইয়া বলে ] কুকুরে কামড়ালে ঐ ব্যায়রাম হয়।

অঞ্জলি। কাকে কামড়ালো ?

মাধুরী। কামড়ায়নি, আর একটু হ'লেই কামড়াতো। সিঁড়ি দিয়ে যেমনি ওপরে উঠেছি আর ঘ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে ?

অঞ্জলি। ঐ এক আপদ জুটেছে···কবে যে বিদেয় হবে ভগবানই জানেন।

মাধুরী। ভাগ্যিস বাঁধা ছিল, তা না হ'লেই হয়েছিল আর কি ? আমিও ছেড়ে দেবার মেয়ে নয়, দিয়েছি এক লাথি।

অঞ্জলি। তারপর ?

মাধুরী। তারপরেই তো আসল বিপদ। সেই যে হোঁৎকা মিনষেটা আছে না, একেবারে তেড়ে আমায় কামড়াতে এলো ?

অঞ্জলি। কামড়াতে এলো ? বলিস্ কিরে ?

লাধুরী। তা একরকম কামড়ানোরই মতন। মানে, হাউ-হাউ করে কি যে বল্‌লে, আর মুখ দিয়ে নাল গড়াতে লাগলো। আমি তো ভয়ে একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে হাজির—!

[ আবার এক চুমুক জল খায় ]

অঞ্জলি। যেমন জুটেছে কুকুর, তেমনি তার মনিব।

মাধুরী। তা নীচে আছে তবু রক্ষে। খবরদার ওপরে উঠ্‌তে দিও না। কোনদিন কি হয় বলা তো যায় না।

অঞ্জলি। ওপরেই তো থাকে, নীচে খেলা করতে গিয়েছে।

[ খিলখিল করিয়া হাসিয়া মাধুরী বলে ]

মাধুরী। খেলা ! এখনো খেলা করবার বয়েস আছে নাকি ? তা যেমন বুদ্ধি, কুকুর নিয়ে খেলা চলতে পারে। বাঁদর ভাল্লুক নিয়ে নাচও চলতে পারে। আমার শ্বশুর বাড়ীতে একটা বাঁদরের খাঁচা খালি পড়ে আছে,—দরকার হ'লে পাঠিয়ে দিতে পারি।

অঞ্জলি। তা যা বলেছিস মাধুরী, ওকে খাঁচায় পূরেই রাখা উচিত।

মাধুরী। না ভাই অঞ্জলিদি, হাসি ঠাট্টার কথা নয়, এ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। তুমি হয়তো নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছ, কিছু জানো না। হঠাৎ ঘরে ঢুকে তোমার নাকটা কামড়ে দিলে ·····একেবারে হুটুকরো।

অঞ্জলি। [ চক্ষু বড় বড় করিয়া বলে ] এ্যাঁ, নাক কামড়াবে কি রে ?

মাধুরী। কামড়াবে কি, কামড়েছে। আমার শ্বশুর বাড়ীর ঠিক সামনের বাড়ী ঐরকম এক আধা মানুষ আছে। রোজই এটা ওটা সেটা ভাঙে, নষ্ট করে—তাই তার বৌদি একদিন মেরেছিল। সেই রাগে ঘুমন্ত বৌদির নাকটাই কামড়ে হুটুকরো করে দিলে ? আহা হা,

যন্ত্রণায় বৌটা একেবারে কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগলো, আর তেমনি রক্ত, চার চার খানা বড় বড় টার্কিশ তোয়ালে ভিজে একেবারে ন্যাতা ?

অঙ্গলি। বলিস্ কিরে মাধুরী ?

মাধুরী। এ আমার চোখে দেখা, গল্প তো নয় ? জলজ্যান্ত মানুষটার অমন বাঁশীর মত নাক, একেবারে দুটুকরো হয়ে গেল ? তাই তো বলছি ওকে ওপরে আসতে দিওনা, আর দুপুরবেলায় ঘরে খিল দিয়ে শুয়ো। কিছু বলা যায়না অঞ্জলিদি, কিছু বলা যায় না।

অঞ্জলি। উনি বাড়ী আসুন, আজই এর একটা ব্যবস্থা করছি।

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

মিণ্টু। মাধু মাসী, তুমি টমিকে লাথি মেরেছ ? মুখ দিয়ে গল্‌গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে।

মাধুরী। লাথি ! আমি কখন মারলাম রে ?

মিণ্টু। এই তো কাকু বললে ?

মাধুরী। তোর কাকুর যেমন বুদ্ধি। আদর করে মুখে একটু পা ঠেকিয়েছি, ওকে কি লাথি মারা বলে বাবা ?

মিণ্টু। আদর করলে কি মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয় ?

মাধুরী। বেরোয় বাবা বেরোয়……কটা আদরই বা তুই দেখেছিস্ ?

অঞ্জলি। বেশ করেছে, মেরেছে। আর একটু হ'লেই মাধুরীকে কামড়ে দিতো, তা জানিস্?

মিণ্টু। টমি কারুকে কামড়ায় না।

মাধুরী। না না, কামড়াবে কেন? আঁচড়ে কামড়ে একটু আদর করে।

অঞ্জলি। তোর কাকুকে বলে দিস্ মিণ্টু, ঐ লেড়ি কুকুরটাকে যদি বিদেয় না করে তো, একদিন বস্তায় বন্ধ করে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসবো।

মিণ্টু। ইস্ দিলেই হোল আর কি? আমাদের সঙ্গে জোরে তুমি পারবে? আমি রয়েছি, কাকু রয়েছে, বিশুদাদা রয়েছে, দিলেই হোল?

[ মিণ্টুর প্রস্থান ]

অঞ্জলি। আয় মাধুরী……।

মাধুরী। হ্যাঁ ভালো কথা, দরজার গোড়ায় বসে বুড়ো একটা ছেঁড়া সার্ট সেলাই করছে আর নিজের মনেই গজগজ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে—বাবা বিশ্বনাথ? বসে বসে কিসের মন্তর আওড়াচ্ছো?" বাস, একেবারে রামায়ণ সুরু হয়ে গেল?

অঞ্জলি। রামায়ণ কিরে?

মাধুরী। হ্যাঁ গো, বলে কিনা, তোমার দেওর—ঐ যে ভূত গো……সে নাকি তোমার আপন দেওর, অর্দ্ধেক সম্পত্তির মালিক…শোন কথা।

অঞ্জলি। এই কথা বলেছে ?

মাধুরী। হ্যাঁগো। তোমার ওপর ভাই খুব বিরক্ত দেখলাম। আরো কত কি বলছিল, আমি চলে এলাম, বললাম, "বিশ্বনাথ, যাঁর অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছ, সে বাপমার সমান, তার নামে কখনো লাগাতে নেই, বুঝেছ" ?

অঞ্জলি। যাক্‌গে, তুই ভেতরে চল। আজ কড়াই শুঁটির কচুরি করেছি, দুখানা খেয়ে যা।

মাধুরী। [ জিভে জল টানিয়া বলে ] কড়াই শুঁটির কচুরি ? আহা-হা তোমার ভগ্নিপোত যে কি ভালোবাসেন, কি বলবো ?

অঞ্জলি। তা যাবার সময় খানকতক নিয়ে যাস্—আমার ভগ্নিপোতকে আদর করে খাইয়ে দিস্।

মাধুরী। যাও, কি যে বল।

[ লজ্জায় একেবারে যেন জড়সড় হইয়া যায়…দুজনের ভিতরে প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### একতলার দালান

[ দালানের একপাশ দিয়া সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে— সিঁড়ির বাঁ দিকে একটি ঘরের দরজা দেখা যায়। মাঝখানে একটি টেবিল তাহার উপর কাঁচের গেলাসে লাল চা দুধবিহীন ও ডিসে দুখানি পোড়া কচুরি রাখা আছে।

দাশু সিঁড়ির ধাপের উপর গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে—খুব রাগিয়াছে– ভৃত্য বিশ্বনাথ তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। ]

বিশু। ছোটবাবু, ওঠো বেড়াতে যাবে তো?

দাশু। আমি যাবো না।

বিশু। রাগ করে কি? নাও, চুলটা আঁচড়ে নাও, মুখটা ধুয়ে এস। মিণ্টু ভাই এক্ষুনি এসে পড়বে।

দাশু। আসুক।

বিশু। সে কি হয়? তুমি না গেলে মিণ্টু বেড়াতেই যাবে না।

দাশু। [ রাগিয়া ওঠে ] আমি যাবো না বলছি……।

[ জামা কাপড়ের প্যাকেট ও একটি নূতন কাঁচের গেলাস লইয়া কমল প্রবেশ করে ]

কমল। কি হয়েছে বিশু কাকা! দাশু রেগে গেছে কেন?

দাশু। আমার ক্ষিধে পায়না বুঝি?

কমল। নিশ্চয়ই পায়। কেন, তোমায় খেতে দেয়নি? আজ যে তোমার বৌদি কড়াইশুঁটির কচুরি করেছে, তোমায় দেয়নি?

দাশু। [পোড়া কচুরি দেখাইয়া বলে] এই কি কচুরি? পোড়া, তেঁতো…।

[কমল হাতে লইয়া দেখে সত্যই পোড়া]

কমল। বিশুকাকা, আর কিছু দেয়নি?

বিশু। চা দিয়েছেন, তাও ও খায়নি।

কমল। কেন?

দাশু। এই দেখ দাদা, এ কি চা? চিনি নেই, দুধ নেই…

কমল। [দেখিয়া বলে] কি অন্যায়…

[প্রস্থানোদ্যত হয়, বিশ্বনাথ তাহাকে বাধা দেয়]

বিশু। থাক্‌গে, এই নিয়ে তুমি আর বৌমার সঙ্গে রাগারাগি করো না বড়বাবু?

কমল। তুমি বুঝতে পারছো না বিশু কাকা। কিছু না বললে, দিনের পর দিন এই অবহেলা আরো বেড়ে যাবে। আমরা যা খাবো যা পরবো, আমার ভাই দাশুও তাই পরবে।

দাশু। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে দাদা।

কমল। এই যে ভাই, খাবার আনিয়ে দিচ্ছি।

[ পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বিশ্বনাথকে দেয়, বলে ]

বিশুকাকা, দাশুকে খাবার এনে দাও।

[ বিশ্বনাথের প্রস্থান ]

কমল। দাশু, তোমার জন্যে নতুন জামা কাপড় এনেছি, পোরো।

[ আনন্দে দাশুর মুখ দিয়া নাল গড়াইয়া পড়ে। ]

শোন ভাই, যখন যা দরকার হবে আমায় বলবে—বৌদিকে বলো না। বৌদি বুঝি তোমায় খালি বকে, না?

দাশু। বড্ড বকে।

কমল। আচ্ছা আমি বলে দেবো, আর বক্‌বে না।

[ কমল তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করে, কিছু পরে বলে ]

হ্যাঁ দাশু, তুমি নাকি একটা কাঁচের গেলাস ভেঙে ফেলেছ?

দাশু। [ ভীতস্বরে বলে ] কে বললে?

কমল। মিণ্টু বলছিল। [ নতুন কাঁচের গেলাসটি দাশুকে দিয়া বলে ] ভেঙে ফেলেছ? বৌদিকে বলো না। রেখে দাও।

[ দাশু কাঁচের গেলাসটি হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—তাহার মুখ চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া

ওঠে। বৌদির কাছে যে বকুনি খাইতে হইবে না এই আনন্দে সে আত্মহারা হইয়া পড়ে, মুখ দিয়া অস্ফুষ্ট স্বর বাহির হয়...'দাদা" ]

কমল। খাবার খেয়ে, জামা-কাপড় পরে, মিণ্টুর সঙ্গে পার্কে বেরিয়ে এস, কেমন ?

দাশু। পার্কে যাবো না।

কমল। কেন ভাই ?

দাশু। ছেলেরা ভ্যাঙায়।

কমল। ও, তাহলে ছাতে বেড়িও।

[ ঠোঙায় করিয়া সন্দেশ লইয়া বিশ্বনাথের প্রবেশ ]

কমল। [সন্দেশের ঠোঙা দাশুর হাতে দিয়া বলে] খাও ভাই, সবগুলো খেয়ে ফেল। বিশুকাকা, ওর খাওয়া হয়ে গেলে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে, ছাতে নিয়ে যেও। আমি মিণ্টুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ কমলের প্রস্থান। দাশু সন্দেশ খায়। বিশ্বনাথ প্যাকেটের জামা কাপড় দেখিয়া বলে। ]

বিশু। বাঃ, ছোটবাবুর যে খুব ভালো জামা হয়েছে দেখছি। বড়বাবু তোমায় সত্যিসত্যিই ভালবাসে।

দাশু। আমার দাদা যে। [ আবার সন্দেশ খায় ]

বিশু। দুটো সন্দেশ রেখে দাও, কাল সকালে খাবে।

দাশু। একটু জল।

[ বিশ্বনাথ জল আনিয়া দেয়, দাশু জল খায় এমন সময়ে নেপথ্য হইতে মিণ্টুর ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠ ভাসিয়া আসে ]

মিণ্টু। [ নেপথ্যে ] কাকু,…বিশুদাদা,…আ…মা মেরে ফেললে—।

[ মিণ্টু ছুটিয়া আসিয়া বিশ্বনাথকে জড়াইয়া ধরে। হাতে একটি বেত লইয়া গরজাইতে গরজাইতে অঞ্জলির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। যত দিন যাচ্ছে, তত বেয়াড়াপনা বাড়ছে ? আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন…এদিকে আয় …আয় বল্‌ছি ?

[ দাশু ভয়ে সিঁড়ির পাশের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে ]

বিশু। কি হয়েছে বৌমা ?

অঞ্জলি। কি হয়েছে জানো না ?

বিশু। সত্যিই জানি না বৌমা। [ মিণ্টুকে জিজ্ঞাসা করে ] কি হয়েছে ভাই ?

অঞ্জলি। শোবার ঘরে জালি আলমারীতে একডজন কেক রেখেছিলাম, এখন দেখি মোটে আটখানা ? চারখানা কেক্ গেল কোথায় শুনি ?

বিশু। আমি কেক্ চোখে দেখিনি বৌমা।

অঞ্জলি। তোমায় কে বল্‌ছে ? আমি বল্‌ছি ঐ বজ্জাত ছেলেটাকে। এদিকে আয়, কেক্ নিয়ে কি করেছিস্, বল ?

মিণ্টু। [ ভয়ে ভয়ে বলে ] ক্ষিধে পেয়েছিল যে ?

অঞ্জলি। আবার মিথ্যে কথা ? ক্ষিধে পেয়েছিল তো চেয়ে নিলি না কেন ? চুরি করে এনে পরের মুখে গোঁজবার কি দরকার ছিল ?

বিশু। কার মুখে গুঁজে দিলে ভাই ?

অঞ্জলি। আর ন্যাকামি কোরো না। ওর এসব বজ্জাতির মূলে তো তুমি।

বিশু। আমি ?

অঞ্জলি। হ্যাঁ। তা নইলে ঐটুকু ছেলে এ সব ফিরভিন্নতি শিখবে কোত্থেকে ? আধঘণ্টা আগে পেটভরে কচুরি খেয়েছে, বল্‌লে, আর খেতে পারছি না মা। আর এক্ষুনি অমনি ক্ষিধে পেয়ে গেল ?

বিশু। ছেলে মানুষের ক্ষিধের কথা কি বলা যায় বৌমা ?

অঞ্জলি। ছেলে মানুষের ক্ষিধের কথা বলা যায় না তা জানি, কিন্তু বুড়োদের নোলায় এত জল কেন ?

বিশু। কার কথা বলছ বৌমা আমি বুঝতে পারছি না।

অঞ্জলি। ঐ যে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ীর আছুরে বুড়ো খোকা—ওর কথা বল্‌ছি। একটু আগে কচুরি আর চা পাঠিয়ে দিয়েছি, এক্ষুনি আবার ক্ষিধেয় নাড়ী টন্‌টনিয়ে উঠলো ?

বিশু। সে কচুরি আর চা ছোটবাবু খেতে পারেনি।

অঞ্জলি। কেন ?

বিশু। ভালো লাগেনি।

অঞ্জলি। ও···! তাই বলি, বড়বাবু এসব কথা জানলে কোত্থেকে ওই কচুরি, আর চা আমরাও খেয়েছি।

বিশু। তোমরা কি খেয়েছ না খেয়েছ, কি করছো না করছো আমার দেখবার দরকার নেই বৌমা। সে বুদ্ধি ভগবান তোমাদের দিয়েছেন। ও পারে না বলেই ওকে দেখতে হয়।

অঞ্জলি। ও, আমরা ওকে দেখি না—দেখছো কেবল তুমি?

বিশু। না বৌমা, ওকথা বল্‌ছি না। তবে কর্ত্তাবাবু বেঁচে থাকতে, ছোটবাবুর ওপর তোমার এরকম ব্যাভার তো কোনদিন দেখিনি।

অঞ্জলি। বাবু বেঁচে থাকতে কি করেছি, আর আজ কি করছি, তার কৈফিয়ৎ কি তোমার কাছে দিতে হবে?

বিশু। আমি তোমাদের বাড়ীর বুড়ো চাকর মা। কৈফিয়ৎ চাইবার সাহস আমার হবে কেন? পুরাণো দিনের কথাটা শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।

অঞ্জলি। নিজের কাজ নিজে কর—আমার উপর মাষ্টারি করতে এসো না।

বিশু। ছি ছি ছি ছি—আমি মাষ্টারি করবো? তুমি এ বাড়ীর লক্ষ্মী, তোমার ওপর কি কথা কইতে পারি?

অঞ্জলি। কইবে না। আমি যা বল্‌বো, মাথা নীচু করে শুনে যাবে। [ দাশুর দিকে চাহিয়া বলে ] বুড়ো

খোকা কোণে দাঁড়িয়ে কি খাচ্ছেন ? মিণ্টুর দেওয়া কেক্ বোধ হয়।

মিণ্টু। কেক্ আমি কাকুকে দিই নি', আমার পকেটে আছে। এই নাও তোমার কেক্।

[ পকেট হইতে কেক বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া দেয় ]

অঞ্জলি। বজ্জাত ছেলে, খাবার জিনিষ ছুঁড়ে ফেলা ? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।

মিণ্টু। বাবা বাবা···

[ মিণ্টু ছুটিয়া পালায়। অঞ্জলি দাশুর কাছে গিয়া ঠোঙা দেখিয়া বলে ]

অঞ্জলি। সন্দেশ ! এতগুলো সন্দেশ দিলে কে ?

বিশু। বড়বাবু টাকা দিলেন, আমি এনে দিলাম।

অঞ্জলি। আর এই নতুন জামা কাপড় ?

বিশু। বড়বাবুই দিয়ে গেলেন।

অঞ্জলি। ও···

[ কমল ও মিণ্টুর প্রবেশ ]

কমল। কি হয়েছে, মিণ্টুকে মারছো কেন ?

অঞ্জলি। বেশ করেছি। বেয়াড়া হ'লে লোকে তাকে মেরেই থাকে। [একটু থামিয়া বলে] বাড়ীতে ঢুকেই পোড়া কচুরি আর লাল চায়ের কথা বলতে ভোলনি, কিন্তু, একঠোঙা সন্দেশ আর নতুন জামা কাপড়ের কথাটা বলতে ভুলে গেছ ?

কমল। ওটা এমন কিছু কথা নয় যে, বলতেই হবে।

অঞ্জলি। লুকোচুরি জিনিষটা আমি ঘেন্না করি।

[ বিশ্বনাথের প্রস্থান ]

কমল। তুমি লুকোওনি ?

অঞ্জলি। কি লুকিয়েছি ?

কমল। আমাদের দিলে ভাল কচুরি, ভাল চা, আর ওর বেলায় পোড়া কচুরি আর Raw চা কেন ? এটা কি লুকোচুরি নয় ?

অঞ্জলি। কচুরিটা যদি একটু পুড়ে গিয়েই থাকে, সেটা লুকো-চুরি হ'ল ? এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে ?

কমল। জবাবদিহির কথা নয়, হচ্ছে ···।

অঞ্জলি। [ কথা থামাইয়া দেয় ] কথাটা কথাই নয়। সংসারে আমিই গৃহিণী—সবকিছু দেখাশোনার ভার আমার। যেমন মন চাইবে তেমনি করবো।

কমল। দাশু আমার সহোদর, ওকে দেখাও তো উচিত।

অঞ্জলি। [বাঁকা সুরে বলে] তুমি তো দেখছই, আমি আর কতটুকু দেখতে পারি বল ?

কমল। ওর জামা কাপড় একদম নেই, তাই দুটো কিনে আনলাম। এতে অপরাধটা কি হ'ল ?

অঞ্জলি। রবিবারে আমাকে নিয়ে যখন দোকানে যেতে তখনও কেনা চল্‌তো।

কমল। বেরোলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল—একেবারে নিয়ে এলাম।

অঞ্জলি। বেশ করেছ—আর সন্দেশটা? ওটাও হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

কমল। ক্ষিধেয় ছটফট্ করছিল · তাই ··।

অঞ্জলি। তাই তুমি আর সহ্য করতে পারলে না, তাড়াতাড়ি একঠোঙা সন্দেশ আনিয়ে দিলে। কেন. আমায় বল্‌লেই তো পারতে, দুখানা কেক্ পাঠিয়ে দিতাম।

মিণ্টু। কাকুর জন্যেই তো কেক্ আনছিলাম, তুমি তো আমায় বেত নিয়ে তাড়া কর্‌লে।

অঞ্জলি। তাড়া করবো না? চুরি করে এসেছিস্ কেন? চেয়ে তো আনতে পারতিস্?

মিণ্টু। হ্যাঁ, চাইলে তুমি দিতে কি না?

অঞ্জলি। কি বল্‌লি? চাইলে আমি দিই না। দেব কেন শুনি? তোদের ঐ মড়াখেকো কুকুরটাকে গেলাবার জন্যে? দেবো দূর করে তাড়িয়ে···।

[ তপন ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, অঞ্জলির শেষের কথা কয়টি শুনিয়া সে পালাইতে চাহে—কমল তাহাকে ডাকে —তপন কমলের বন্ধু ভ্রাতা—বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া ফিরিয়াছে—দেখিতে সুশ্রী, সুন্দর ]

কমল। আরে, তপন যে···এসো এসো···।

তপন। [হাসিয়া বলে] আস্‌বো কি দাদা ··আসতে না আসতেই দূর দূর।

অঞ্জলি। কি যে বল ঠাকুরপো, তোমায় দূর দূর করতে পারি? ও একটা মড়াখেকো রাস্তার কুকুর আছে, তার কথা বলছিলাম।—এসো ভাই, তুমি যে সত্যিই আসবে, ভাবতেও পারিনি।

তপন। বারে, কাল দাদার সঙ্গে Dalhousie-তে দেখা, বললাম, একদিন আসবোই—আর আসবো না?

অঞ্জলি। অনেকে অনেক কথা বলে ভাই—সবাই কি সব মনে রাখে। তা ছাড়া তুমি এখন বিলেত ফেরত Engineer, ভাল চাকরী পেয়েছ, গরীব দাদা-বৌদির কথা কি মনে পড়বে?

তপন। তাও আপন দাদা-বৌদি নয়। কমলদা আমার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু—তাই সম্পর্কে দাদা আর বৌদি। তবু মনে করে এলাম তো। [ মিণ্টুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করে ] এর নাম কি বৌদি।

অঞ্জলি। মিণ্টু—।

কমল। মিণ্টু, কাকাবুকে প্রণাম কর।

[ মিণ্টু তপনকে প্রণাম করে ]

তপনকে ওপরে নিয়ে যাও।

অঞ্জলি। এসো ভাই, কতদিন বাদে এলে। বসে বসে বিলেতের গল্প শোনা যাক—কি বল?

তপন। চল···এসো মিণ্টু ···

[ তপন মিণ্ট ও অঞ্জলির উপরে প্রস্থান ]

কমল। [ দাশুকে বলে ] দাশু, বৌদির কথায় রাগ কোরো না ভাই—তুঃখু কোরো না।

দাশু। বৌদি বড্ড বকে।

কমল। কি বলবো বল— আমাদের কপাল। যাক্, সন্দেশ খেয়েছ ? [ দাশু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায় ] ক্ষিধে পেলে বিশুকাকাকে বলবে, খাবার এনে দেবে। জামা-কাপড়গুলো পোরো—ছেঁড়া পরে থেকো না— কেমন ?

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

মিণ্ট। বাবা, তপন কাকু তোমায় ডাকছে।

কমল। চল যাচ্ছি।

[ মিণ্টুর প্রস্থান ]

বিশুকাকা—

[ বিশ্বনাথের প্রবেশ ]

আর একটা টাকা রেখে দাও—যা খেতে চাইবে এনে দিও।

বিশু। এই তো খেলো, আবার কি হবে ?

কমল। রাখো না—পরে দরকার লাগবে।

[ কমলের উপরে প্রস্থান ]

বিশু। দেখলে ছোটবাবু, দাদা তোমায় কত ভালবাসে ?
দাশু। দাদা খুব ভালো, না বিশুকাকা ?
বিশু। হ্যাঁ, খুব ভালো।
দাশু। আমি আজ নতুন জামা পরবো ··।
বিশু। হ্যাঁ আজই পরবে। চল পরিয়ে দিইগে।

[ দাশু বিশ্বনাথের প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

### দাশুর ঘরের সম্মুখভাগ

[ মিণ্টু কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করে এবং পূর্ব্বেকার সেই দালানের একটি চেয়ারে বসিয়া পড়ে। দুইচক্ষু দুহাতে রগড়ায়, কিছু পরে বিশ্বনাথের প্রবেশ ]

বিশু। ছি ভাই, কাঁদতে কি আছে ?
মিণ্টু। কাকুকে মা এই নীচের ঘরে পাঠিয়ে দিলে।
বিশু। কাকু বেশী ওপর নীচে করতে পারে না কিনা, তাই আজ থেকে নীচের ঘর ঠিক হ'ল।
মিণ্টু। কাকু দোতলায় আমার পাশের ঘরে শুতো··· রাত্তিরে কত গল্প করতো। [ আবার কাঁদে ]
বিশু। এখানেও গল্প করবে'খন।
মিণ্টু। এঘর ছাই···অন্ধকার।

বিশু। না ভাই, এঘরও বেশ ভালো। ওপরে বড্ড রদ্দুর, কাকুর মাথায় রদ্দুর লাগলেই মাথা ঘোরে তাই নীচে এই ঠাণ্ডা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ঘরে কাকু খুব ভাল থাকবে। পাশের ঘরে আমি থাকি। সারারাত কাকুকে দেখতে পারবো।

[ দাশুর প্রবেশ ]

দাশু। মিণ্টু··· মিণ্ট···।

বিশু। কি হয়েছে ছোটবাবু।

দাশু। আমার দুধ কই ··বিস্কুট কই ?

বিশু। দুধ আজ পাওয়া যাবে না ছোটবাবু।

দাশু। কেন ?

বিশু। দুধ দিয়ে বৌমা কি খাবার তৈরী করেছেন।

মিণ্টু। হ্যাঁ, পুডিং করেছে···এত পুডিং—। আমি খেলাম কাকু, খুব ভালো হয়েছে।

দাশু। আমার পুডিং কইরে ?

মিণ্টু। এখন চাইলে মা বক্‌বে। বাবার সঙ্গে যখন আবার খাবো, লুকিয়ে এনে দেবো'খন।

দাশু। এখন কি খাবো ? আমায় ক্ষিধে পায়না বুঝি ? [চীৎকার করিয়া ওঠে] দুধ কই···বিস্কুট কই ?

[ কমলের প্রবেশ ]

কমল। কি হয়েছে বিশুকাকা, দাশু চেঁচাচ্ছে কেন ?

মিণ্ট। কাকুর ক্ষিধে পেয়েছে।

কমল। যাও, ওপর থেকে খাবার এনে দাও।

দাশু। আমায় দুধ দেয়নি দাদা।

কমল। কেন? দুবেলা দাশুর দুধ খাবার কথা। ওর জন্যে আলাদা দুধ নেওয়াও হয়. পায়নি কেন?

বিশু। আজ দুধ ফুরিয়ে গেছে।

কমল। ফুরিয়ে গেল।

মিন্টু। মা যে পুডিং করেছে।

কমল। পুডিং না হয় না-ই হতো। তাছাড়া দাশুর দুধে পুডিং করবার কি দরকার ছিল? বাজারে কি আর দুধ পাওয়া যেতো না? দাঁড়াও, আমি তোমার বৌমার সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

বিশু। [বাধা দেয়] বড়বাবু, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে রাগারাগি করে কি হবে? একদিন না হয় দুধ না-ই খেলে।

কমল। খাবে নাই বা কেন? আমাদের কারুর খাওয়া কি একদিন বন্ধ থাকে? ওরই বা থাক্‌বে কেন?

[রাগিয়া উপরে চলিয়া যায়]

মিন্টু। কাকু, তুমি একটুখানি বোস'—আমি বিস্কুট এনে দিচ্ছি।

দাশু। থাক্, তোর মা দেখতে পেলে বক্‌বে।

মিন্টু। মা দেখতে পাবে না...!

[প্রস্থান]

বিশু। ছি ছোটবাবু—চেঁচামিচি কি করে? লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকতে হয়।

দাশু। ক্ষিধে পেলে বড্ড কষ্ট হয়।

বিশু। হবেই তো, আমাদেরই হয় তো তোমার। তোমার কপাল, তা নইলে কর্ত্তাবাবুই বা হঠাৎ মারা যাবেন কেন? ওপরে সবচেয়ে ভালো ঘরে দামী খাটে শুতে, আর আজ সিঁড়ির পাশে চোরকুঠরিতে পড়ে আছ।

[ নেপথ্য হইতে অঞ্জলির কণ্ঠ ভাসিয়া আসে ]

অঞ্জলি। [ নেপথ্যে ] আমারই খাবে পরবে আবার আমারই নামে লাগাবে? ঝাঁটা মেরে দূর করে দেবো না?

[ রাগে গরগর করিতে করিতে অঞ্জলির প্রবেশ—উগ্রা রণচণ্ডী মূর্ত্তি। মিণ্টুও ভয়ে ভয়ে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। দাশু ভয়ে নিজ ঘরে ঢুকিয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে মুখ বাহির করিয়া দেখে। ]

অঞ্জলি। কে···কে আমার নামে বাবুর কাছে লাগিয়েছে শুনি? আপিসে সারাদিন খেটে খুটে এসে মানুষটা বাড়ী ঢুকলো আর অমনি লাগানি ভাঙানি সুরু হয়ে গেল? ছোটবাবুর দুধ দিয়ে পুডিং তৈরী করেছি, বেশ করেছি. রোজ করবো।

বিশু। মিছে মাথা গরম করছ বৌমা। আমি একথা বলিনি।

অঞ্জলি। কি কথা বলেছ আমি শুনিনি, তবে তুমি না বল্‌লে অমন গুছিয়ে লাগাবে কে ? এত পরিষ্কার মাথা তো আর কারুর নেই। তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

বিশু। আমি কোন কথা বলিনি বৌমা।

অঞ্জলি। বলনি তো কথাটা ওঠে কোত্থেকে ? উনি বাড়ী আসতে না আসতেই কি করে জানলেন যে, দাশুর দুধ দিয়ে আমি পুডিং তৈরী করেছি নিজে গিলবো বলে। কথা তো আর হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় না। মানুষের মুখ দিয়েই বেরোয় আর মানুষের কাণেই ঢোকে। বল, ভিজে বেড়ালটি সেজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চল্‌বে কেন···বল। [ ধমক দেয় ]

বিশু। ছোটবাবুর ক্ষিধে পেয়েছিল, চেঁচাচ্ছে, এমন সময় বড়বাবু আফিস থেকে এলেন।

অঞ্জলি। আর তুমি অমনি মন্তরটি পড়লে, এই তো ? হাঁ করবার আগে আমি তোমাদের বজ্জাতি বুঝতে পারি। কত বজ্জাতকে সায়েস্তা করলাম, তুমি তো কোন ছার। এই মিণ্টু এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস, যা ওপরে··।

[ মিণ্টু ভয়ে ছুটিয়া পালায় ]

বিশু। একটা কথা বল্‌বো বৌমা ? বাবু মারা গেছেন

মোটে ছমাস। এরি মধ্যে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞার কথাটা ভুলে গেলে ?

অঞ্জলি। কি প্রতিজ্ঞা করেছি, কার কাছে করেছি—রাখছি কি না রাখবো কি না—তার জন্যে তোমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?

বিশু। আমি তা বলিনি বৌমা…।

অঞ্জলি। আবার কেমন করে বলবে ? একটা কথা জেনে রাখ বিশু ……।

[ দাশু আগাইয়া আসিয়া বলে ]

দাশু। বিশু নয়…বিশু কাকা।

অঞ্জলি। কা-কা—বাপের সহোদর ভাই। চাকর বাকরদের ঐ করেই তো সব মাথায় তুলেছ। তাই তাদের এত সাহস এত স্পর্দ্ধা। আমার বাপের বাড়ীতে এরকম মুখের ওপর কথা বললে, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতাম।

[ দাশু সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে ]

দাশু। ও কথা বলবে না।

অঞ্জলি। বলবো, একশোবার বল্‌বো। চাকর যদি চাকরের মতন থাকতে না পারে চলে যাক্। পয়সা দিলে কি চাকরের অভাব হয় ? ওঁকে এত করে বলি, তবু কি কথাটা বুঝবে ? বুঝবে কি করে ? ভিখিরির বাড়ীর ছেলে, কটা চাকর বাকরই বা দেখেছে।

বিশু। শ্বশুর গুরুজন, তাঁকে অসম্মান করে কথা কইতে নেই বৌমা।

অঞ্জলি। গুরুজন? আমার বাবাকে একেবারে পথে বসিয়ে ছেড়ে দিলে? এটা দাও ওটা দাও—খালি ভিখিরির মতন হাতপাতা।

বিশু। আমার বাবু মস্তবড় মানী লোক ছিলেন। তাঁ সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা কইবে বৌমা।

অঞ্জলি। কেন, মারবে নাকি।

বিশু। ভদ্দরলোকের মেয়েরা অমন ক'রে কথা বলে না।

অঞ্জলি। [একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া যায়] কি বল্‌লে? ভদ্দলোক আমার বাবা ভদ্দরলোক নয়? এতবড় কথা ভিখিরির বাড়ীর চাকরের এতবড় আস্পর্দ্ধা? বেরো আমার বাড়ী থেকে বেরোও। এমন ছোটলো চাকর আমি রাখবো না—এখুনি বেরোও···।

[ গোলমাল ও চীৎকার শুনিয়া কমল ছুটিয়া আসে ]

কমল। ওকি করছো? কি হয়েছে, কি?

অঞ্জলি। সব কথা না জেনেশুনে কোন কথা কইতে এসো না আমার শেষ কথা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, ও এখুনি এবাড়ী থেকে না যায় তো আমি এই মুহূ বাপের বাড়ী চলে যাবো। হয় ও এখানে থা না হয় আমি থাকবো।

[ অঞ্জলি রাগিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে থাকে কমল তাদের পিছন পিছন সিঁড়ি অবধি যায় বলে ]

কমল। আহা, ভালো করে ভেবে দেখ···।

অঞ্জলি। [ঝঙ্কার দিয়া ওঠে] কোন কথা আমি শুনতে চাইনা।
[ উপরে প্রস্থান ]

কমল। ব্যাপার কি বিশু কাকা ?

বিশু। কিছু নয়। তবে এতদিনের চাকরী আজ এক কথায় ফুরিয়ে গেল।

কমল। আহা, কি হয়েছে বল না ?

দাশু। বৌদি বিশু কাকাকে···

বিশু। [ দাশুকে বলিতে দেয় না ] ছি ছোটবাবু, চুপ কর। কিচ্ছু হয়নি বড়বাবু।

কমল। যাই হয়ে থাক্, ঐ অবুঝের কথায় রাগ করে তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না বিশুকাকা।

বিশু। তা হয়না বড়বাবু। দুদিন বাদে যেতে আমায় হোতই—তবে এমন করে যেতে হোত কিনা জানিনা। [ চক্ষু মোছে ]

দাশু। না, তুমি যাবে না।

বিশু। তা কি হয় ? কতদিন দেশে যাইনি······এবার একেবারেই যাই। বাবু অনেকবার দেশে যাবার ছুটি আর খরচা দিতে চেয়েছিলেন, যাইনি,···তোমায় ফেলে যেতে পারিনি ছোটবাবু। আজ ভাবছি,

সেদিন গেলেই ভালো করতাম—এমন করে যেতে হোত না।

কমল। [ ধীরে ধীরে বলে ] বিশুকাকা, তোমাকে জোর করে ধরে রাখবার মুখ আমার নেই। তবু তোমার কাছে অনুরোধ, আমাদের ভুল বুঝো না।

বিশু। [ চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলে ] তোমাদের ভুল বুঝবো বড়বাবু? তোমরা আমার হীরে মাণিক। দু-ভাইকে কাঁধে পিঠে করে কত খেলা করেছি। আমার এত দিনকার চাকরীর তোমরাই তো আনন্দ। তোমাদের যেদিন ভুল বুঝবো বড়বাবু, সেদিন যেন আমার মরণ হয়।

কমল। বিশুকাকা, বাবা দাশুকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দাশুর মুখ চেয়ে আর একবার ভেবে দেখ। আমার আর কিছু বলবার নেই।

[ রুদ্ধ আবেগ দমন করিবার জন্য কমল একপ্রকার ছুটিয়াই ভিতরে চলিয়া যায় ]

দাশু। তুমি সত্যি সত্যি চলে যাবে বিশুকাকা?

বিশু। [ অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ] এ্যাঁ…হ্যাঁ…।

দাশু। আমি কার কাছে থাকবো?

বিশু। বড়বাবু রইলেন, মিণ্টু রইলো…।

দাশু। বাবা নেই, তুমি যেওনা বিশুকাকা। বল, তুমি যাবে না?

বিশু। যেতে আমায় হবেই। বৌমা, এ বাড়ীর গিন্নি,— তাঁর কথা, যেতে আমায় হবেই।

দাশু। বিশুকাকা তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

বিশু। উপায় নেই ছোটবাবু—জোর করে থাকবার উপায় নেই, সব জোর হারিয়ে গেছে। যেতে আমায় হবেই—যেতে আমায় হবেই।

[ বিশ্বনাথ দাশুর হাত ছাড়াইয়া স্খলিত পদক্ষেপে আগাইয়া যায় দাশু কাঁদিয়া ওঠে ]

দাশু। বিশুকাকা তুমি যেও না···। দাদা···বিশুকাকা···

[ বিশ্বনাথ একবার পিছন ফিরিয়া চাহে, তাহার দুচোখে অশ্রুর বন্যা তারপর উন্মাদের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। দাশু নিস্ফল ক্রন্দনে আকুলি বিকুলি করে। ]

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ দাশুর ঘরের সম্মুখভাগ। পাশ দিয়া উপরে যাইবার সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে নতুন চাকর আসিয়াছে "কালীরাম" —বয়সে ছোকরা, ফুর্ত্তিবাজ। কালীরাম ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে গান গাহে। ]

**গান**

"ও—কালো বৌ।

জল আনিতে যেওনা আর যেওনা আর বাজিয়ে মল ॥
তোমায় দেখে চমকে ওঠে কাজল দীঘির কালো জল···
যেওনা আর বাজিয়ে মল ॥"

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

মিণ্টু। কালীরাম···কালীরাম···কি হচ্ছে ?

কালীরাম। ছোটবাবুর ঘর পরিষ্কার করছিলাম।

মিণ্টু। তুমি তো গান গাইছিলে ?

কালীরাম। গান গাইতে গাইতে ঘর পরিষ্কার করলে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়।

মিণ্ট। আমাদের সামনে গান গাইবে না।

কালীরাম। কেন ? তোমার বুঝি গান ভালো লাগে না ?

মিণ্ট। চাকর আবার গান গাইবে কি ?

কালীরাম। এই দেখ, চাকর বলে কি মানুষ নয়? তার প্রাণে কি সখ থাক্‌তে নেই?

মিণ্টু। বিশুদাদা কখনো গান গাইতো না।

কালীরাম। দাদা, কাকা, বাবা, এঁরা আবার কখনো গান করেন? গান গাইবে তুমি, গান গাইবো আমি।

মিণ্টু। না গান গাইবে না।

[ দাশুর প্রবেশ ]

দাশু। কি হয়েছে রে মিণ্টু?

মিণ্টু। কালীরাম গান গাইছে।

কালীরাম। গানটা বেশ ভালো, না খোকাবাবু? ও কালো বৌ

[ নেপথ্যে অঞ্জলির ডাক শোনা যায় "কালীরাম…কালীরাম…"। ]

কালীরাম। যাই মা…। [ কালীরামের প্রস্থান ]

দাশু। মিণ্টু, টমিকে চা-বিস্কুট দিয়েছিস?

মিণ্টু। হ্যাঁ কাকু, চেটে চেটে সব খেয়ে ফেল্‌লে।

[ এমন সময়ে একটি সুশ্রী তরুণী হাইহিল জুতা খট্‌খট্ করিয়া সেখানে প্রবেশ করে। ইহার নাম অমিতা— অঞ্জলির সহোদরা ]

অমিতা। [ দাশুকে বলে ] এই শোন, বাইরের ট্যাক্সিতে মাল পত্তর রয়েছে, নামিয়ে নিয়ে এসো তো।

[ দাশু প্রস্থানোদ্যত হয় মিণ্টু তাহাকে বাধা দেয় ]

মিণ্টু। তুমি কেন যাবে? কালীরাম রয়েছে তো? [ কালীরামকে ডাকে ] কালীরাম…কালীরাম…।

[ কালীরামের প্রবেশ ]

কালীরাম। কি খোকাবাবু ?

মিণ্টু। বাইরের ট্যাক্সিতে কি সব জিনিষ আছে, নামিয়ে নিয়ে এস।

[ কালীরামের প্রস্থান ]

অমিতা। তুমি মিণ্টু…না ?

মিণ্টু। হ্যাঁ।

অমিতা। আমায় চিন্‌তে পারছো না তো ? আমি তোমার মাসীমা · রাঙা মাসীমা।

মিণ্টু। ও তুমি রাঙা মাসীমা ? [ অমিতাকে প্রণাম করে ] কাকু, রাঙা মাসীমা এসেছে।

অমিতা। [ অবাক হইয়া বলে ] কাকু ? ও ইনি তোমার সেই কাকা।

মিণ্টু। হ্যাঁ।

অমিতা। [ দাশুর কাছে গিয়া লজ্জিত স্বরে বলে ] আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

[ দাশু যেন লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহে ]

কিছু মনে করেন নি তো ?

দাশু। না·· আ···।

অমিতা। দিদি কোথায় রে মিণ্টু ?

মিণ্টু। ওপরে আছে, আমি ডাকছি। [ ডাকে ] মা রাঙা মাসীমা এসেছে।

[ অঞ্জলির প্রবেশ—সঙ্গে সঙ্গে বাক্সবিছানা লইয়া কালী-রামও প্রবেশ করে ]

কালীরাম। দিদিমণির মালপত্তর কোন ঘরে রাখবো মা ?

অঞ্জলি। আমার পাশের ঘরে।

[ কালীরামের প্রস্থান ]

তুই যে আস্‌বি, একটা খবর দিবি তো ? তোর জামাইবাবুকে হাওড়ায় পাঠিয়ে দিতাম।

অমিতা। কেন. আমি কি পথ হারিয়ে গিয়েছি !

অঞ্জলি। দিনকাল খারাপ। একলা পাটনা থেকে আসা ঠিক হয়নি।

অমিতা। একলা আসিনি তো—দাহুর এক বন্ধু কলকাতায় এলেন, তাঁর সঙ্গে এলাম।

অঞ্জলি। দাহু কেমন আছেন রে ?

অমিতা। শরীর ভালই আছে, তবে সেই আত্মভোলা ভাবটা বড্ড বেড়ে গেছে। কিছু মনে রাখতে পারেন না।

অঞ্জলি। দাদা বৌদিরা সব ভাল আছে তো ?

অমিতা। হ্যাঁ, ভালই আছে। তোমার চিঠি পেয়ে কেউ ঠিক করতে পারে না যে কি এমন দরকারী কাজ যে হঠাৎ কলকাতায় যেতে হবে।

অঞ্জলি। তারপর ?

অমিতা। কেউ বলতে পারে না। আমি বল্‌লাম নিশ্চয়ই নতুন খবর আছে। অনেকদিন আগে দিদিকে লিখে

ছিলাম যে, সাইবেরিয়ার সাদা ভাল্লুক যদি চিড়িয়াখানায় আসে, আমায় দেখিও। এতদিন বাদে সেই সাদা ভাল্লুক নিশ্চয়ই এসেছে, তাই দিদি যেতে লিখেছে।

অঞ্জলি। সাদা ভাল্লুক দেখবি? [দাশুকে দেখাইয়া] ঐ দেখ, তবে সাইবেরিয়ার নয়, কলকাতার।

অমিতা। কি যে বল দিদি, উনি না তোমার দেওর হন্।

অঞ্জলি। আমার দুর্ভাগ্য। চল্ ওপরে যাই। মিণ্টু,—আয় আমার সঙ্গে।

মিণ্টু। যাচ্ছি মা।

অঞ্জলি। এই এক ছেলে হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা এখানে বসে আছে। লেখাপড়ার নাম নেই, খেলাধূলো নেই, খালি কাকুর মুখের সামনে বসে বকর বকর করছে। আর একটা মড়াখেকো লেড়ি কুত্তা জুটেছে।

দাশু। টমি, লেড়ি কুত্তা নয়।

অঞ্জলি। শোন, অমি ভাল্লুকের গর্জনখানি শোন্। টমি বলে ডাকলেই যদি বিলিতি কুকুর হয়ে যায় তাহলে মিণ্টুকে "মিণ্টি" বলে ডাকলে ও-ও সাহেব হয়ে যাবে। আয় মিণ্টু—...।

[অঞ্জলি, অমিতা ও মিণ্টু সিঁড়ি দিয়া উপরে ওঠে—কালীরাম নীচে নামিয়া আসে। দাশু হাঁ করিয়া অমিতার দিকে দেখে]

কালীরাম। নতুন দিদিমণিকে খাসা দেখতে না ছোটবাবু?

দাশু। তুই যা…।

কালীরাম। যাচ্ছি। ঘরটা সাফ্ করে দিয়ে যাই। তখন তো হ'ল না। হঠাৎ ডাক এলো "কালীরাম-কালীরাম', আর চলে যেতে হ'ল। তারপরেই রাঙা দিদিমণি এসে পড়লেন।

দাশু। রাঙা দিদিমণি কে?

কালীরাম। ঐ যে দিদিমণি এলেন, বেশ রাঙারাঙা চেহারা। তারপর আবার খোকাবাবু রাঙা মাসীমা বলে ডাকছে কিনা, তাই আমি বললাম রাঙা দিদিমণি।

[ অঞ্জলির প্রবেশ, হাতে একটা ডিসে কিছু খাবার ]

অঞ্জলি। কালীরাম এখুনি বাজারে যাও। বাবু বাজারে গিয়েছেন, ওঁকে গিয়ে বল যেন বড় দেখে মাছ কিনে দেন। থলেটা নিয়ে যাও।

[ কালীরামের প্রস্থান ]

[দাশুকে বলে] শোন। এই খাবার কটা রেখে দাও।

দাশু। খাবার… !

অঞ্জলি। হ্যাঁ, অমিতা পাটনা থেকে এনেছে, খেয়ো।

[ অঞ্জলি ডিস হইতে দাশুর হাতে খাবার দেয়—বৌদি নিজহাতে তাহাকে খাবার দিয়াছে এই আনন্দে দাশু আত্মহারা হইয়া পড়ে ]

একটা কাজ করতে পারবে?

দাশু। কি করবো বল ?

অঞ্জলি। সামনের দোকান থেকে মিষ্টি এনে দিতে পারবে ?

[ দাশু একবার অসহায় ভাবে বাহিরের দিকে চাহে তারপর বলে ]

দাশু। দাও··· ।

অঞ্জলি। [ টাকা দেয় ] এক টাকার ভাল সন্দেশ আর রসগোল্লা নিয়ে আস্‌বে ! দেখো, যেন খেতে খেতে এসো না।

[ তপনের প্রবেশ ]

আরে ঠাকুরপো যে, এস এস। ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। [ দাশুকে বলে ] দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যাও, খাবারটা নিয়ে এস।

[ দাশু প্রস্থানোদ্যত হয় কিন্তু এক টাকার নোটটি মাটিতে পড়িয়া যায় তপন তুলিয়া দেয়। দাশু চলিয়া যায় তপন তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলে ]

তপন। বৌদি, এর অবস্থা তো আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়ে গেছে ?

অঞ্জলি। অনেক চেষ্টা করে দেখেছি ভাই, ওকে ভাল করা যাবে না। ওর মাথায় যদি এতটুকুও বুদ্ধি থাক্‌তো ·· থাক, ওর কথা থাক্‌। শোন আজ আমাদের বাড়ীতে নতুন লোক এসেছে।

তপন। তাহলে আমি পালাই।

অঞ্জলি। পালাবে কেন? বাঘ ভাল্লুক তো নয় যে খেয়ে ফেলবে। ওপরে চল না, আলাপ করিয়ে দিই।

তপন। কে এসেছেন?

অঞ্জলি। আমার বোন অমিতা। এবারে B. A. পরীক্ষা দিলে। Result বেরুতে তো এখনো অনেক দেরী তাই মাসখানেকের জন্য বেড়াতে এলো।

তপন। ও, এক মাসের অতিথি?

অঞ্জলি। উপস্থিত। চল ঠাকুরপো ওপরে যাই।

[ উভয়ের উপরে প্রস্থান ]

[ নৈপথ্যে মোটর হর্ণের শব্দ ও কোলাহল ধ্বনি শোনা যায়। আহত দাশুকে লইয়া কমল ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ, সঙ্গে আরো কয়েকজন ]

কমল। মিণ্ট, শীগ্‌গীর একটু জল নিয়ে আয়।

[ কমল দাশুকে ভিতরের ঘরে শোয়াইয়া আসে, মিণ্টুর জল লইয়া প্রবেশ। জল লইয়া কমল ভিতরের ঘরে ছুটিয়া যায় কিছু পরে হাত মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসে —পথচারী ভদ্রলোক এইবার কথা কহেন ]

ভদ্রলোক। উঃ, কি ফাঁড়াটাই যে গেল, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এরকম মানুষকে কখনো দোকানে পাঠায় মশাই? সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, ভাল করে

কথা বলতে পারে না। এই গাড়ী ঘোড়ার রাস্তা, আর একটু হলেই একেবারে চাপা পড়ে যেতো।

কমল। বলেন কি ?

ভদ্রলোক। এক হাতে একটা রসগোল্লার ভাঁড়—আর এক হাতে সন্দেশের ঠোঙা—এই নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে রাস্তা পেরুতে যাচ্ছে, গাড়ীটা হর্ণ দিতে দিতে আসছিল ও পাশ ফিরতে গিয়ে একেবারে সামনে পড়ে গেছে।

কমল। তারপর ?

ভদ্রলোক। হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। তা না হ'লে তো এতক্ষণে সব শেষ হয়ে যেতো।

কমল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি না থাকলে, কি যে হোত।

ভদ্রলোক। ভগবান রক্ষাকর্ত্তা, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। আচ্ছা এবার চলি নমস্কার।

কমল। নমস্কার।

[ ভদ্রলোকেরা চলিয়া যান কমল মিণ্টুকে বলে ]

মিণ্টু, তোর মাকে একবার ডেকে দেতো।

মিণ্টু। [ চীৎকার করিয়া ডাকে ] মা শীগ্‌গীর এসো, বাবা ডাকছে।

[ ডাকিতে ডাকিতে মিণ্টুর প্রস্থান। কিছুপরে অঞ্জলির প্রবেশ ]

কমল। মোটরের ধাক্কায় দাশুর কি হয়েছে, দেখে এসো। ওকে কেন দোকানে পাঠিয়েছিলে ?

অঞ্জলি। তুমি তো বাজারে গেছ, এদিকে অমিতা এসে হাজির। কি করি বল ? তাই ওকে ছুটো সন্দেশ আর রসগোল্লা কিনতে পাঠিয়েছিলাম।

কমল। সেটা কালীরামকে বল্‌লে হোত না ?

অঞ্জলি। এই সামান্য উপকারটুকুও কর্‌তে পারবে না।

কমল। তোমার আমার কাছে চেষ্টা সামান্য, ওর কাছে তা অনেকখানি। এই গাড়ী ঘোড়ার রাস্তা পেরিয়ে ও কখনো খাবার কিনে আনতে পারে ?

অঞ্জলি। গিলতে তো পারে ? ওই ধেড়ে মিনসে চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে গিলছে আর সংসারের এতটুকু কাজ করবে না ?

কমল। সংসারের কাজ করবার সামর্থ্য যদি ওর থাকতো, বুদ্ধি যদি ওর থাকতো, বলতে হোত না। ও নিজেই করতো।

অঞ্জলি। তাই তো বারবার বলছি, সংসারে রেখে ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। মানকুণ্ডু কিবা রাঁচীতে পাঠিয়ে দাও। আর পাঁচটা এক রকমের বন্ধু পাবে, থাকবে ভালো। আর আমারও আপদ যায়।

কমল। আপদ ?

অঞ্জলি। আপদ নয় ? তুমি তো সারাদিন বাইরে ঘুরবে, ওর

হাজার হাঙ্গামা পোয়ায় কে শুনি ? আধঘণ্টা অন্তর মিঠে মিঠে করে যাঁড়ের মতন চেঁচাবে। রেগে গেলে হাতের কাছে যা পাবে, ভেঙে চুরমার করে দেবে। এই কমাসে, কটা কাপ প্লেট, কাঁচের গেলাস ভেঙেছে তার খবর রাখো।

কমল। তা ওর বুদ্ধি যখন ঐরকম, ওর কাছ থেকে কাঁচের জিনিষগুলো সরিয়ে রাখলেই হয়।

অঞ্জলি। তাহলে বাড়ীর সব জিনিষ লোহার সিন্দুকে চাবিবন্ধ করে রাখতে হয়।

কমল। তা কেন। চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখলেই হবে। হাতের কাছে জিনিষ না পেলে ভাঙবে কি ?

[ বাজার লইয়া কালীরামের প্রবেশ ]

অঞ্জলি। কালীরাম বাজারটা রেখে সামনের দোকান থেকে খাবার এনে দাও। তোমার বড়বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও। [ কালীরাম ঘাড় নাড়িয়া ভিতরে চলিয়া যায় ]
টাকাও গেল—খাবারটাও গেল।

কমল। প্রাণটা যে বেঁচেছে এই রক্ষে।

অঞ্জলি। [ সিঁড়ির দিকে আগাইতে আগাইতে বলে ] অমন প্রাণ থাকার চেয়ে……।

কমল। আঃ যাও এখান থেকে।

অঞ্জলি। যাচ্ছি। তোমাদের এইসব আদিখ্যেতা দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

[ সিঁড়ি দিয়া অঞ্জলি উপরে উঠিয়া যায়—কালীরাম প্রবেশ করে। কমল পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলে ]

কমল। এই নাও। কি খাবার আসবে, ওপরে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে এসো।

[ কমল দাশুর ঘরের ভিতর ঢুকিয়া যায়। কালীরাম টাকা লইয়া ছুটিয়া উপরে ওঠে এবং কিছু পরে ছুটিতে ছুটিতে নীচে নামিয়া বাহির হইয়া যায় ]

[ অঞ্জলি, অমিতা ও তপন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামে ]

অঞ্জলি। তাহলে ঠাকুরপো, তুমি রাজী তো ?

তপন। কিসে রাজী বৌদি ?

অঞ্জলি। এই এতক্ষণ ধরে ওপরে তাহলে কি বললাম ? অমিতা মাসখানেক এখানে থাকবে। এর মধ্যে সহরে বা আশেপাশে যা কিছু দেখবার আর দেখাবার আছে, অমিতাকে সঙ্গে করে দেখিয়ে দিতে হবে। তোমার দাদা তো মাসের মধ্যে কুড়ি দিন Tour করে বেড়াবেন, ওকে এসব কে দেখায় বলত ?

তপন। ওঁর যদি আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি না থাকে, কেন দেখাবো না।

অমিতা। না না আমার আবার আপত্তি কিসের ?

অঞ্জলি। তাহলে ঠাকুরপো, শুভকার্য্যে বিলম্ব করে লাভ নেই। কাল থেকেই আরম্ভ করে দাও। পূব পশ্চিম কোন দিক থেকে আরম্ভ করবে, আজ সারারাত ভেবে ঠিক করে রাখো।

তপন। [ হাসিতে হাসিতে বলে ] তাহলে ঐ কথাই রইলো অমিতাদেবী। কাল থেকে আমাদের যাত্রা হবে স্নুরু...... ।

[ প্রস্থান ]

[ অমিতা তপনের যাত্রাপথের দিকে তাকাইয়াছিল. অঞ্জলি বলে ]

অঞ্জলি। কিরে ঠাকুরপোকে কেমন লাগলো ?

অমিতা। দিদির দেওররা চিরদিনই মিষ্টি।

অঞ্জলি। কেন কলকাতায় আসতে লিখেছিলাম, এখন বুঝতে পারছিস্ তো ?

অমিতা। মানে ?

অঞ্জলি। আর মানে বুঝে কাজ নেই.. ...আয়

[ দুজনের প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ একতলার দালানে—মধ্যস্থলে দাশুর ঘরের বন্ধ দরজা চোখে পড়ে। কালীরাম দাশুকে ধরিয়া লইয়া আসে ]

কালীরাম। ছোটবাবু দেখেছেন।

দাশু। কি ?

কালীরাম। ঐ রাঙা দিদিমণি...বাড়িতেই থাকে না। দিনরাত তপনবাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দাশু। তাতে তোর কি ?

কালীরাম। আমার আবার কি ? পরপুরুষের সঙ্গে দিনরাত ঘোরা কি ভালো ? তাও আবার একলা একলা।

দাশু। কেন মিন্টু তো সঙ্গে যায় ?

কালীরাম। এই দেখুন, রোজ কি যায় ? এক আধ দিন যায়। এই যে আজকে দিদিমণি তপনবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেছেন, মিন্টুবাবু কি সঙ্গে গেছে ?

দাশু। যায় নি ?

কালীরাম। যাবে কি করে ? তখন তো খোকাবাবু ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। পাছে খোকাবাবু সঙ্গে যায় তাই ওরা আগে বেরিয়ে পড়ে।

দাশু। তুই এসব কথা বলবি না।

কালীরাম। আপনাকে বললাম—একি আর কারুকে বলতে

যাবো? আপনাকে সব কথা না বললে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

[ নেপথ্যে অঞ্জলির মুখে শোনা যায়, "কালীরাম কালীরাম" ]

কালীরাম। দুমিনিট যে আপনার কাছে বসে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইব, তাও এরা দেবে না।

[ নেপথ্য হইতে আবার অঞ্জলির কণ্ঠ ভাসিয়া আসে, "কালীরাম...কালীরাম" ]

কালীরাম। যাই-ই…।

[ কালীরামের প্রস্থান। বাহিরের দরজার কাছ হইতে অমিতার হাসির শব্দ ভাসিয়া আসে। দাশু নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে এবং দরজা ফাঁক করিয়া দেখে। অমিতার হাসিতে হাসিতে প্রবেশ, পিছনে তপন। দুজনে বেড়াইয়া ফিরিল ]

অমিতা। হোঁচট খেলেন তো?

তপন। হ্যাঁ, আপনাদেরই দরজায়, অন্য কোথাও নয়।

অমিতা। আমার জন্যে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে, না?

তপন। না না, এ আর এমন কি কষ্ট? পাঁচ জায়গায় আপনাকে নিয়ে ঘুরছি, আপনারও দেখা হচ্ছে, আমারও হচ্ছে।

অমিতা। আমরা বরাবরই পাটনায় থাকি। ছোটবেলায় দিদির বিয়েতে এসেছিলাম—কিচ্ছু মনে নেই। তাই ঘুরে ঘুরে দেখছি। আপনার তো দেখা সহর।

তপন। হ্যাঁ চার বছর আগের দেখা। চার বছর বিলেতে ছিলাম কিনা? এখন আবার আপনার সঙ্গে নতুন করে দেখছি। আমারও খুব ভাল লাগছে।

অমিতা। শুধু দেখবার জিনিষ থাকলেই তো হয় না, দেখবার মতন চোখও থাকা চাই।

তপন। আপনার তা আছে। চলুন না, কাল কিংবা পরশু Botanical Garden ঘুরে আসি, খুব ভালো লাগবে।

অমিতা। আচ্ছা, দিদিকে জিজ্ঞেস করে বলবো।

তপন। আপনার দিদি তো ঢালা হুকুম দিয়ে রেখেছেন।

অমিতা। তা বটে। দিদি বলেছে, যত পারো দেখে নাও। তাই তো আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, আর দেখছি।

[ দুজনেই হাসিয়া উঠে, পিছনের দরজায় দাশুর মুখ দেখা যায়। দাশু আবার দরজা বন্ধ করিয়া দেয় ]

তপন। তবে যাই বলুন অমিতা দেবী, মনের মতন সঙ্গী না পেলে ঘুরেও সুখ নেই।

অমিতা। সব সময়ে কি মনের মতন সঙ্গী কপালে জোটে?

তবু আমার ভাগ্য ভালো যে, কলকাতায় এসে আপনাকে Guide পেয়েছি।

তপন। শুধু গাইড নয়, বডিগার্ড এবং গাইডার দুই-ই।

[ দুজনে খুব হাসে। হঠাৎ মাধুরী প্রবেশ করিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া দাঁড়ায় ]

অমিতা। কে? ও…, দিদিকে ডেকে দেবো?

মাধুরী। [ ঘোমটা একটু সরাইয়া বলে ] থাক্, আমি ওপরে যাচ্ছি। ( কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলে ) তোমাদের অসুবিধা করলাম ভাই, রাগ করো না।

অমিতা। না না, অসুবিধা কিসের?

[ মাধুরী একবার তপনের দিকে চাহে এবং ঘোমটা বড় করিয়া টানিয়া ভিতরে চলিয়া যায় ]

তপন। ও ঘোমটা দেবীটি কে?

অমিতা। এই পাড়ারই মেয়ে…দিদির সঙ্গে খুব ভাব।

তপন। দেখে, ঠিক লজ্জাবতী লতা বলে তো মনে হ'ল না?

অমিতা। উনি হলেন ঘুর ঘুরে পোকা। পাড়ার সব বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়ান, আর এর নিন্দে ওর কাছে করেন।

তপন। হুঁ, প্রথম দর্শনে ঐরকমই মনে হয়েছিল। যাক্, বড্ড দেরী হয়ে গেল আজ তাহলে চলি।

অমিতা। সে কি, এখুনি চলে যাবেন ? দিদির সঙ্গে দেখা করবেন না ?

তপন। না ! কাল আবার আপনার জন্মদিন, একটা ভালো দেখে Presentation দিতে হবে তো। যাই সারা সহরময় খুঁজে বেড়াই।

অমিতা। সহরময় খুঁজে বেড়াবেন ? না না, আমার জন্যে অত কষ্ট নাই বা করলেন।

তপন। কষ্ট ? জীবনের চলার পথে, হঠাৎ এমন এক একজন মানুষের দেখা পাওয়া যায়, যার জন্যে কষ্ট করেও সুখ।

অমিতা। [ লজ্জিতভাবে বলে ] কি যা তা বলছেন ?

তপন। আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন অমিতাদেবী।— Please take it sportingly.

[ কমলের প্রবেশ ]

কমল। এই যে তপন, কেমন বেড়ানো হচ্ছে ?

অমিতা। ওঁকে খুব ঘোরাচ্ছি—জামাইবাবু।

কমল। পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোই তো তোমাদের পেশা ভাই।

তপন। [ কথা ঘুরাইবার জন্য বলে ] কদ্দূর ঘুরে এলেন দাদা ?

কমল। একবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম ভাই।

তপন। কেন ? আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে ?

কমল। না ভাই, ঐ দাশুর জন্যে। দিন দিন যেন কেমনধারা হয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় তো এরকম ছিল না।

তপন। হ্যাঁ, আমিও তো এর আগে অনেকবার দেখেছি। এবারে যেন বড্ড বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সেদিন Brain specialist Dr. P. K. Roy-এর সঙ্গে এই নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল।

কমল। Brain specialist Dr. Roy ? আমাদের ডাক্তার-বাবু তো তাঁরই সঙ্গে Consult করতে বললেন।

তপন। আমি আর Dr. Roy বিলেতে এক বাড়ীতেই থাকতাম। উনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন।

কমল। তিনি কি বল্‌লেন ?

তপন। ওঁর মত হচ্ছে, এ রোগ যদি জন্মগত হয় তাহ'লে সারবে না। আর যদি হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখের পর হয়ে থাকে, তাহ'লে ভাল হ'তেও পারে।

কমল। সতের বছর বয়সে ওর একবার টাইফয়েড হয়—বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। ভগবানের দয়ায় ভালো হয়ে উঠল, কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেল। সেই থেকেই ওর এই ব্যায়রাম।

তপন। তাই নাকি ? তাহ'লে তো এখনো Chance আছে। Dr. Roy-কে দিয়ে ওর চিকিৎসা করানো যাক্। কিন্তু, শুধু ডাক্তারী চিকিৎসায় তো ফল হবেনা দাদা।

কমল। কেন ভাই ?

তপন। Dr. Roy-এর মত—ঔষধপত্রে দেহের ব্যায়রাম হয়তো সারে, কিন্তু মনের ব্যায়রাম সারে না। ওর মনকে আগে সুস্থ করে তুলতে হবে। ঐকান্তিক সেবা যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে ওর মনের জড়তা দূর করতে হবে।

কমল। সেই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা তপন! নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়ে কে ওর সেবা করবে? নিজের সবসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে কে ওকে মানুষ করে তুলতে এগিয়ে আসবে? তোমার বৌদিকে দিয়ে তো ও আশা করা যায় না ভাই!

[ গভীর দীর্ঘশ্বাস কমলের বুক ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসে —সে চলিয়া যায়। অমিতা এতক্ষণ নীরবে সব কথা শুনিতেছিল, এইবার তপনকে প্রশ্ন করে ]

অমিতা। আচ্ছা তপনবাবু, ডাক্তার রায়ের মতে তাহ'লে এটা একটা ব্যাধি? এও সারা সম্ভব?

তপন। ব্যাধি তো নিশ্চয়ই, তবে মনের ব্যাধি। তাই তো সেবা যত্ন আর ভালোবাসার প্রয়োজন।

অমিতা। [ চিন্তরতভাবে বলে ] ও…।

তপন। আমি তাহ'লে আজ চলি · নমস্কার…।

অমিতা। এ্যাঁ…ও…আসুন…নমস্কার…।

[ তপনের প্রস্থান, অমিতা কি যেন ভাবে, হয়তো ঐ দুর্ভাগ্য দাশুর কথাই। পিছনের দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দাশু প্রবেশ করে—হাতে একটি খালি গেলাস. ডাকে ]

দাশু। মিণ্টু…মিণ্টু…।

অমিতা। কি হয়েছে দাশুবাবু?

দাশু। জল খাবো…জ—অ—ল।

অমিতা। আমি এনে দিচ্ছি।

[ অমিতা তাহার হাত হইতে গেলাস লইয়া ঘরের ভিতর যায় এবং জল আনিয়া দাশুকে খাওয়াইয়া দেয় ]

অমিতা। ঘর যে জলে ভেসে যাচ্ছে—।

দাশু। গড়াতে পারি না—পড়ে যায়।

অমিতা। আমায় বললেই তো পারতেন। এবার থেকে নিজে গড়াতে যাবেন না, তেষ্টা পেলে আমায় ডাকবেন, কেমন?

[ দাশু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায় ]

আর একটু খাবেন?

দাশু। না।

[ অমিতার প্রস্থান। দাশু সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—পিছন দিকে চাহিতে চাহিতে মিণ্টু প্রবেশ করে—পকেট হইতে বিস্কুট বাহির করিয়া দাশুকে দেয় ]

মিণ্টু। কাকু. এই নাও।

দাশু। চুরি করেছিস্?

মিণ্ট। না। তুমি খাও তো।

দাশু। জানিস্ মিণ্টু, তোর রাঙামাসীমা খুব ভালো।

মিণ্টু। কেন কাকু?

দাশু। আমায় নিজে হাতে জল খাইয়ে দিলে।

[ নেপথ্যে অঞ্জলির কণ্ঠ শোনা যায় "তাহলে কাল সন্ধ্যার আগেই আসিস্ ভাই।" ]

মিণ্টু। কাকু···

[ দাশু ও মিণ্টু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে।

[ অঞ্জলি ও মাধুরীর প্রবেশ ]

মাধুরী। তাহলে চলি ভাই। [ কিয়দ্দূর আগাইয়া যায় এবং ফিরিয়া আসিয়া বলে ] হ্যাঁ, অঞ্জলিদি, তোমার সেই অদ্ভুত দেওর কোথায় গেল?

অঞ্জলি। অদ্ভুত না ভূত।

মাধুরী। তা যা বলেছ, ভূতই বটে। যেমন করে হাঁটে, যেন গোদা হাতী চলেছে—থপ্ থপ্। তা ও আর ওপরে যায় না তো?

অঞ্জলি। না, এই নীচের ঘরেই শোয়।

মাধুরী। খুব বেঁচে গেছ। ওপরে যখন ওঠে না, আর তোমার নাকের ভয় নেই। তবে কি জানো, অমন মানুষকে বাড়ীতে রেখেও ভরসা নেই। ওকে রাঁচী পাঠিয়ে দাও না, তোমাদের হাড়ে একটু বাতাস লাগে।

অঞ্জলি। বলেছিলাম ভাই, উনি রাজী হন্ না।

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

মাধুরী। আমার এক ভাসুর রাঁচীর পাগলাগারদের ডাক্তার। আমি চিঠি লিখে দিলে, এমন চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবেন, যে, সারাজীবন আর ছাড়া পাবে না। তুমি দুদণ্ড হাত পা ছড়িয়ে বাঁচো।

মিণ্ট। কাকু তোমার কি করেছে বল তো যে, চব্বিশঘণ্টা মার কাছে লাগাচ্ছ।

অঞ্জলি। এই মিণ্টু।

মিণ্টু। তোমার বন্ধুকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে দাও মা—আমার টমিকে লাথি মেরেছে। কোনদিন সুবিধে পেলে ওর ঠ্যাং কামড়ে দেবে।

মাধুরী। ও দিদি, বলে কিগো? ঠ্যাং কামড়িয়ে দেবে বলছে যে…

[ পিছনের দরজা ফাঁক করিয়া দাশু বাহির হইয়া আসিয়া বলে ]

দাশু। দেবেই তো।

মাধুরী। ওরে বাবা…

[ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালায় ]

অঞ্জলি। [ দাশুকে বলে ] শোন। কাল বিকেলে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, একদম বেরোবে না।

দাশু। কেন?

অঞ্জলি। তাতে তোমার দরকার কি? যা বল্‌লাম, করবে।

পাঁচজন ভদ্রলোক বাড়ীতে আসবে—এই অপরূপ চেহারা নিয়ে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়িও না। আয় মিণ্টু।

[ অঞ্জলি ও মিণ্টুর প্রস্থান। কালীরামের প্রবেশ ]

কালীরাম। কাল বিকেলে কি জানেন তো?

দাশু। না।

কালীরাম। রাঙা দিদিমণির জন্মদিন। পোলাও মাংস চপ কাটলেট কতরকমের খাবার হবে, গানবাজনা নাচ হবে।

দাশু। হোক্‌গে।

কালী। আপনি আর আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখবো, কেমন?

দাশু। না।

কালী। না কেন? দেখবেন, রাঙা দিদিমণি আপনাকে নিজে এসে নেমন্তন্ন করবেন।

দাশু। বাজে বকিস্ না—তুই যা।

কালী। ঐ দেখুন, রাঙা দিদিমণি আর খোকাবাবু আসছে।

[ কালীরাম ঘরে ঢুকিয়া পড়ে ]

[ অমিতা ও মিণ্টুর প্রবেশ ]

মিণ্টু। কাকু, কাল মাসীমার জন্মদিন।

দাশু। খুব ভালো।

মিণ্টু। ও মাসীমা, তোমার জন্মদিনে কাকুকে নেমন্তন্ন করলে না।

অমিতা। ও হ্যাঁ হ্যাঁ। কাল আমার জন্মদিন—বিকেলবেলা ওপরের ঘরে আসবেন। গানবাজনা হবে।

দাশু। আপনি গাইবেন!

অমিতা। আমি? আচ্ছা গাইবো'খন। আসবেন তো?

দাশু। বৌদি রাগ করবে।

অমিতা। না না রাগ করবে কেন?

দাশু। বৌদি, ওপরে যেতে বারণ করেছে।

অমিতা। আমি দিদিকে বলবো'খন। আপনাকে কিছু বলবে না। কতলোক আসবে আর আপনি আসবেন না?

দাশু। আস্‌বো।

অমিতা। আচ্ছা··চলরে মিণ্টু···।

[ মিণ্টু ও অমিতার প্রস্থান ]

[কালীরাম প্রবেশ করে]

কালীরাম। কি ছোটবাবু, কথাটা মিল্‌লো তো?

দাশু। কি কথা?

কালীরাম। ঐ যে আপনার নেমতন্ন হবে।

দাশু। কালীরাম···তপনকুমার আস্‌বে।

কালীরাম। আসুক্ না। যে কুমারই আসুক ছোটবাবু, আপনার জন্যে দিদিমণির পাশের চেয়ার খালি

থাকবে। ভাল জামাকাপড় নয় প'রে, মুখে পাউডার মেখে, গট্ গট্ করে ওপরে গিয়ে খালি চেয়ারটায় বসে পড়বেন, আর তপনকুমার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।

দাশু। পাউডার নেই।

কালীরাম। আমি ওপর থেকে এনে দেবো'খন।

দাশু। ভুলিস্ না।

কালীরাম। কি যে বলেন ছোটবাবু, আপনার কথা ভুলতে পারি? হ্যাঁ, দিদিমণিকে কি দেবেন?

দাশু। কেন?

কালীরাম। জন্মদিনে কত লোক কত কি দেবে, আর আপনি দেবেন না?

দাশু। দিতে হয়?

কালীরাম। হ্যাঁ। যে যত দামী জিনিষ দেবে, তার তত আদর, তত মান।

দাশু। [চিন্তা করিয়া বলে] হীরের আংটি দেবো।

কালীরাম। হীরের আংটি কোথায় পেলেন?

দাশু। বাবার···।

কালীরাম। খুব ভালো হবে। হ্যাঁ ছোটবাবু, সেই গানটা মনে আছে তো?

দাশু। কোনটা?

কালীরাম। ও কালো বৌ···।

দাশু। কেন রে ?

কালীরাম। কাল যে আপনাকে গাইতে হবে।

দাশু। ধ্যেৎ।

কালীরাম। মাইরি বল্‌ছি—রাঙা দিদিমণি বলেছে। একটু সেধে নিন্ না—ধরুন ধরুন···।

দাশু। [আনন্দে দিশাহারা হয়ে বেস্থরো চিৎকার করে] ও কালো বৌ···।

কালীরাম। একটু টেনে গান্—ও কালো বউ···উ···উ···।

দাশু। [আবার গাহে তেমনি বেস্থরো] ও কালো বউ···উ···।

কালীরাম। ফাষ্ট ক্লাস···ফাষ্ট ক্লাস···

দাশু। কালীরাম···বিস্কুট নে···

[ আনন্দে উত্তেজনায় মুখ দিয়া নাল পড়িতে থাকে ]

## তৃতীয় দৃশ্য

### সুসজ্জিত অঞ্জলির কক্ষ

[ দোতলা—কৌচ সোফা দিয়ে সাজানো, ফুলদানীতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ—দেয়ালে রঙীন ছবি টাঙানো—চারিদিকেই আনন্দময় পরিবেশ। আজ অমিতার জন্মদিন, তাই এত সমারোহ।

একটি পক্ককেশ বৃদ্ধ প্রবেশ করেন, নাম প্রাণবল্লভ বিশ্বাস। ভদ্রলোকের লোহাপট্টিতে দোকান আছে, বেশ কিছু পয়সাও আছে। সঙ্গে নাতনী পুঁটি ওরফে কেকা বিশ্বাসের প্রবেশ—সে আজ খুব সাজিয়াছে। অমিতার জন্মদিন উপলক্ষে নাচিবার বাসনা আছে। ]

প্রাণবল্লভ। কইরে, পুঁটি, সব গেল কোথায় ?

পুঁটি। আঃ দাদু, লোকের সামনে আমায় পুঁটি পুঁটি বোলো না।

প্রাণ। তা লোক কইরে, ঘর তো একদম খালি। তুই যে নাচবি বলে এত সেজেগুজে এলি, এখন নাচ দেখাবি কাকে ?

পুঁটি। আবার···বারণ করে দিয়েছি না। নাচ্‌বো বলে সেজেছি, খবরদার বোলো না দাদু, তাহলে সবাই ঠাট্টা করবে।

প্রাণ। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। তুই যেন এমনি

সেজেগুজে এসেছিস্। যেমনি তোকে সবাই নাচতে বল্‌লে, তুই ও অমনি ধেই ধেই করে নাচতে লেগে গেলি, কেমন ?

পুঁটি। এই ত্যাখ'—ধেই ধেই করে কি ? আর্টের নাচ, কত মুদ্রা দেখতে হবে।

প্রাণ। তার মুদ্রার দরকার নাই ভাই। কি নাচ শিখেছিস্ জানিনা, এদিকে মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি মুদ্রা বেরিয়ে যাচ্ছে।

পুঁটি। বেশ হচ্ছে।

প্রাণ। বেশ হচ্ছে ? মানে, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। তা মুদ্রা দেখাবি কা'কে লোকজনদের ডাক।

[ পুঁটির প্রস্থান ]

এই সেরেছে, ভণ্ডুলবাবু আসছেন।

[ ভণ্ডুল বাবুর প্রবেশ—বৃদ্ধ, চোখে নিকেলের চশমা, গলাবন্ধ কোট তার উপর চাদর। হাতে একটি ফর্দ্দ এবং পেন্সিল ]

ভণ্ডুল। পাঁচশো পান....আঠমণ আলু...

প্রাণ। ভণ্ডুলবাবু যে, নমস্কার।

ভণ্ডুল। নমস্কার।

প্রাণ। হাতে অতবড় ফর্দ্দ কিসের ?

ভণ্ডুল। আপনি তো জানেন, পাড়ার যে বাড়ীতেই কাজকর্ম্ম

হোক না কেন। এই ভণ্ডুল শর্ম্মাকে না হলে কারুর চলে না। আজ হ'ল গিয়ে আপনার জন্মদিন।

প্রাণ। আমার জন্মদিন নয় হে, কমলের শালীর জন্মদিন।

ভণ্ডুল। ঐ হ'ল। তাই কমল বললে যে আপনার বাজার-টাজারগুলো করে দিতে হবে।

প্রাণ। আমার বাজার কেন করবেন ?

ভণ্ডুল। মানে, আপনার এ বাড়ীর জন্মদিনের বাজার। তা দেখুন, কিনেছি সব কিন্তু আপনার যা গোলমাল…।

প্রাণ। আমার গোলমাল !

ভণ্ডুল। মানে আপনার বাজারের। মশাই, এইটুকুটুকু আলু তার দাম চায় বারো আনা সের।

প্রাণ। তা এতবড় ফর্দটা কি শুধু আলুর ?

ভণ্ডুল। আজ্ঞে না, অনেক রকম আছে। আপনার আলু, পটল, উচ্ছে, আপনার মাছ মাংস ডিম, আপনার সন্দেশ, দরবেশ মিহিদানা……।

প্রাণ। থাক থাক,—আর পড়তে হবে না। আমার পেট ভরে গেছে, পেট ফুলে একেবারে জয়ঢাক হয়ে গিয়েছে।

ভণ্ডুল। প্রথমেই ঢুকলাম আপনার মাছের বাজারে—আপনার মাথা কিনতে হবে—মুগের ডাল দিয়ে আপনার মাথা রান্না হবে।

প্রাণ। আমার মাথা ?

ভণ্ডুল। মানে মাছের মাথা। বেশ ঘি ভর্ত্তি চাই-খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। আপনার মাথা তো পেলাম—ভেতর একেবারে শুকনো, মানে আপনার মাথায় একফোঁটা ঘি নেই, শুধু শির আর হাড়। অগত্যা তাই কিনে আনলাম।

প্রাণ। বেশ করেছেন, আমার মাথার ডাল খেতে ভালই হবে।

ভণ্ডুল। শুধু আপনার মাথার ডালই খাবেন? তারপর আপনার মাংস…।

প্রাণ। আমার মাংসও কিনেছেন।

ভণ্ডুল। সে আর এক জ্বালা মশাই। দোকানে গিয়ে দেখি আপনার ধড়টাকে কেটে ঝুলিয়ে রেখেছে।

প্রাণ। বলেন কি আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

ভণ্ডুল। আজ্ঞে না, আপনার মাংস কেটে ঝুলিয়ে রেখেছে।

প্রাণ। আরো ভালো।

ভণ্ডুল। তারপর হাত বুলিয়ে দেখি একেবারে শুকনো কাঠ, মানে, আপনার মাংস তিনদিনের বাসি।

প্রাণ। সেই বাসি মাংসই কিনে আনলেন?

ভণ্ডুল। ক্ষেপেছেন, আমি কি এতই বোকা? পাশেই আপনার মিয়া সাহেবের দোকান, তাকে ধরলাম। কি বলবো মশাই, আপনার মাথাটা কেটে দিলে।

প্রাণ। এঁ্যা…আমার মাথা কেটে দিলে?

ভণ্ডুল। হ্যাঁ, আমার সামনে আপনার ছাল ছাড়ালে।

প্রাণ। তারপর…?

ভণ্ডুল। তারপর আপনার সেই রক্তমাখা মাংস কুচি কুচি করে কাটলে। একবার খেয়ে দেখবেন, আপনার মাংস যা হয়েছে না, একেবারে বাগবাজারের রসগোল্লা।

প্রাণ। বাগবাজারের রসগোল্লা! তাহলে তো আমার মাংস খেয়েই যেতে হয়।

[ নেপথ্য থেকে শোনা যায় "ভণ্ডুলবাবু··" ]

ভণ্ডুল। যাই···। কেন ডাকছেন জানেন? আপনার ডিমটা এখনো আনা হয়নি তাই। যাই।

[ ভণ্ডুল প্রস্থান, ঘরে অঞ্জলি ও পুঁটির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। অনেকক্ষণ বসে আছেন, না?

প্রাণ। এসে অবধি কারুকে দেখতে পাচ্ছি না মা, তাই ভাবলাম, হয়তো আমারই ভুল। জন্মদিনটা বোধ হয় আজ নয়।

অঞ্জলি। না আজই।

প্রাণ। এদিকে আবার পুঁটুরাণী তো সকাল থেকেই সেজে বসে আছে। [ পুঁটি চিমটি কাটে ] আঃ চিমটি কাটছিস্ কেন? ভয় নেই, তোর নাচের কথা আমি বলবো না। তা হ্যাঁ মা, কমল কোথায়?

অঞ্জলি। উনি হাওড়ায় গেলেন।

প্রাণ। সেকি মা! আজ বাড়ীতে কাজ, আজ কখনো বাইরে যায়?

অঞ্জলি। আমার দাদু পাটনা থেকে আসছেন তাঁকে আনতে গেলেন।

প্রাণ। খুব ভালো হবে মা। আমি ভাবছিলাম তরুণ তরুণীর এই আনন্দ উৎসবে আমি একেবারে বেমানান। তা তোমার দাদু যখন আসছেন, আর আমার ভাবনা নেই। ] এখন আমরা দুই অতরুণ হংসমধ্যে বকো যথা হয়ে বসে বসে দিব্যি গল্প করবো, কি বল মা···এঁ্যা।

[ এমন সময় সাহেবি পোষাক পরা এক অতি আধুনিক তরুণ মিঃ গস্ প্রবেশ করে, সঙ্গে অতি আধুনিকা, লিপষ্টিক রঙ মাখা, বান্ধবী নাম মিস্ বেবি। ]

গস্। Good evening.

অঞ্জলি। Good evening···আসুন মিস্ বেবী। [ মিস্ বেবী হ্যাণ্ড শেক্ করে ] আপনারা যে আসবেন, আমি ভাবতেও পারিনি।

গস্। সে কি কথা, আপনারা নিমন্ত্রণ করলেন, আর আমরা আসবো না।

অঞ্জলি। So kind of you···বসুন বসুন।

[ গস্ ও বেবি বসে, এমন সময় কবি ললিত কুমার ও নৃত্যপটিয়সী মধুমালতীর প্রবেশ। কবির হাতে

পুষ্প স্তবক—সে ঘরে ঢুকিয়াই চারিপাশে অমিতাকে খোঁজে ]

অঞ্জলি। আসুন, আসুন ললিতবাবু, আসুন।—এই যে মালতীকেও সঙ্গে করে এনেছেন দেখছি।

ললিত। হ্যাঁ দুজনে একসঙ্গেই এলাম।

অঞ্জলি। খুব ভালো করেছেন। আজকের উৎসবে ওর item টাই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে।

ললিত। তা অমিতাদেবীকে তো দেখতে পাচ্ছি না? তাঁর জন্যে নিউমার্কেট থেকে ফুল নিয়ে এসেছি।

অঞ্জলি। আপনি বসুন, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ~~এসো মালতী~~···

[ অঞ্জলি ~~ও মালতীর~~ প্রস্থান ]

প্রাণ। পুঁটি···।

পুঁটি। আবার পুঁটি! বললাম না পাঁচজনের সামনে···

প্রাণ। না না পুঁটি নয়, কেকাদেবী। তা নাচের তো এখনো দেরী আছে কেকারাণী। তুই না হয় ততক্ষণ ভেতর বাড়ীর উঠানে গিয়ে ঘোড়ার মত ক্ষুর ঠুকে, নাচের এক দুই তিনটা সেধে নে না?

পুঁটি। আঃ দাদু আমি নাচবো না, যাও···।

প্রাণ। আহা রাগ করিস্ কেন।

পুঁটি। দাদু, অমিতা মাসী আসছে।

[ সুসজ্জিতা অমিতার প্রবেশ—খোঁপায় ফুলের মালা ]

প্রাণ। এই যে এসো মা এসো! তোমায় সেই ছোট্টটি দেখেছিলাম।

[ অমিতা প্রণাম করে ]

থাক্ মা থাক্। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

ললিত। নমস্কার অমিতাদেবী।

অমিতা। আরে, ললিতবাবু যে নমস্কার। পাটনা থেকে কবে এলেন ?

ললিত। এই মাসখানেক হ'ল। আপনার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পেয়ে সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি।

অমিতা। ধন্যবাদ।

মিঃ গস্। [ আগাইয়া আসে ] আমার পরিচয়টা আমি নিজেই দিচ্ছি। আমি মিঃ গস্, তপনের ফ্রেণ্ড, আর ইনি হচ্ছেন মিস বেবী···আমার ফ্রেণ্ড।

[ দুজনেই হ্যাণ্ডশেক করিতে যায়, অমিতা যুক্তকরে বলে ]

অমিতা। নমস্কার।

বেবী। নমস্কার।

[ এমন সময়ে অঞ্জলির দাদু অনন্তবাবু, কমল ও তপন প্রবেশ করেন ]

কমল। আসুন দাদু, আসুন।

~~[ অমিতা দাদুকে প্রণাম করে ]~~

তুমি একটু বস তপন, আমি আসছি

[ কমলের ভিতরে প্রস্থান ]

প্রাণ। এই যে আসুন আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

অনন্ত। বড় আনন্দ হোল। আপনার যে সশরীরে সাক্ষাৎ পাবো ভাবতেও পারিনি। [ আসন গ্রহণ করিয়া বলেন ] তা মশায়ের নামটা···।

প্রাণ। আমায় চিনতে পারছেন না! সেই যে কমলের বিয়ের সময় আমাদের আলাপ পরিচয় হোল। আমার দোকানে একদিন পায়ের ধূলো দিলেন।

অনন্ত। হাঁা হাঁা মনে পড়েছে, আপনার সেই হাঁড়িকলসীর দোকান না ?

প্রাণ। আজ্ঞে না, হাতা বেড়ি, কড়া বালতি উনুন···

অনন্ত। ঐ একই হোল। হাঁড়ি কলসী, কড়া বালতি, সবই তো সংসারেই প্রয়োজন হয়। তা কি যেন আপনার নামটা···?

প্রাণ। আজ্ঞে প্রাণবল্লভ বিশ্বাস। অনন্ত [ পুঁটিকে দেখাইয়া বলেন ] তা ওটি কে ?

প্রাণ। ওটি আমার নাতনী, নাচবে বলে এসেছে।

পুঁটি। দাদু, আবার··· ?

প্রাণ। না ভাই, আর বলবো না।

অনন্ত। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কিছু না বলাই ভালো বুঝলেন প্রেমবল্লভ বাবু···।

প্রাণ। আজ্ঞে প্রেমবল্লভ নয় প্রাণবল্লভ।

অনন্ত। ঐ একই হোল—প্রাণআছে বলেই তো প্রেম, আর প্রাণে প্রেম যদি নাই থাকে বল্লভ পাবেন কোথায় ?

[ ~~মাধুরী~~ মিণ্টু ও অঞ্জলির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। [ দাতুকে প্রণাম করিয়া বলে ] মিণ্টু প্রণাম কর।

[ মিণ্টু প্রণাম করে ]

অনন্ত। আরে মিণ্টুমণি ? বাঃ দেখতে দেখতে কত বড়টা হয়ে গেছ, এ্যাঁ। তা আজ কি সব নাচ গান হবার কথা কমলভাই আমাকে বললে ?

অঞ্জলি। আজ অমির জন্মদিন, তাই একটু আনন্দোৎসবের আয়োজন করেছি।

অনন্ত। খুব ভালো করেছো, আনন্দ তো সংসার থেকে আজ কাল উড়েই গেছে। তা ভাই, উৎসবের শেষে জলযোগের ব্যবস্থাটা আছে তো ?

অঞ্জলি। সামান্য কিছু আয়োজন করেছি দাতু।

অনন্ত। যারা খেতে জানে আর খেতে পারে তারা ঐ সামান্য খাবারই অসামান্য রকম খেয়ে ফেলে। কি বলেন প্রিয়বল্লভবাবু।

প্রাণ। আজ্ঞে প্রাণবল্লভ, প্রিয়বল্লভ নয়।

অনন্ত। ঐ একই কথা। প্রাণ আছে বলেই তো প্রিয় খুঁজে বেড়াচ্ছি। [ অমিতাকে বলেন ] কি বলিস দিদি ?

অঞ্জলি। তাহলে দাদু এবার উৎসব আরম্ভ হোক।

অনন্ত। ~~হোক্। তা প্রোগ্রামটা কি?~~ তাহ'লে প্রোগ্রাম ...

অঞ্জলি। [ প্রোগ্রাম দিল ] এই যে।

অনন্ত। [ পড়িয়া বলেন ] সঙ্গীত কুমারী কেকা বিশ্বাস।

পুঁটি। [ প্রাণবল্লভকে বলে ] ও দাদু, আমি যে নাচবো!

প্রাণ। হ্যাঁ তাই তো, ও অনন্তবাবু, পুঁটি মানে কেকাদেবী গাইবেন না, নাচবেন।

অনন্ত। [ প্রোগ্রাম দেখিয়া বলেন ] না না, এই তো লেখা রয়েছে, নৃত্য কুমারী মধুমালতী।

পুঁটি। ও দাদু।

প্রাণ। তা এখন গা, খেয়ে দেয়ে উঠে আবার নাচবি'খন।

[ সকলের অনুরোধে পুঁটি গান গাহে ]

"মনের মুকুল আজি হ'ল যে আকুল
ভ্রমরার মধুগানে ভাঙ্গিল কি ভুল॥
শিউলি ঝরা রাতে কোকিলা গাহে
মন পাপিয়া বুঝি পিয়ারে চাহে,
মধুমালতীর বনে চাঁদের হাসি
চামেলীর বুকে ঝরে বনের বকুল॥
নীলিমার বুকে জ্বলে তারার মালা
অশোক পলাশ বনে আলোর মেলা।
সাড়া নাহি দিল যে গানের সুরে
তারি লাগি মন যে গো কাঁদিয়া আকুল॥"

[ গানের মধ্যপথে কমল প্রবেশ করিয়াছিল এইবার কথা বলে ]

কমল। দাহু, এবার আপনি কিছু বলুন ?

অনন্ত। কি বলবো বলতো ভাই ? কাকে বলবো ?

কমল। আজ অমিতার জন্মদিনের উৎসব, সেই সম্বন্ধে কিছু…।

অনন্ত। খুব ভালো কথা, বলবো বৈকি ? নিশ্চয়ই বলবো। [ দৌড়াইয়া উঠিয়া বলেন ] আজ আমার প্রিয় নাতনী অমিতার জন্মদিন। মানে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে ও জন্মেছিল।

[ অমিতার বয়স ৩০ বছর শুনিয়া তপন নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরে—সকলে অবাক হইয়া মুখচাওয়াচায়ি করে ]

অঞ্জলি। দাহু, তিরিশবছর নয়, বিশ বছর।

অনন্ত। এ্যঁা বিশ বছর ! এই দেখুন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তিরিশ বছর নয় বিশ বছর। আপনারা কিছু মনে করবেন না—এই বুড়ো মানুষকে ক্ষমা করবেন। তবে কি জানেন ? ও বিশও হ'তে পারে আবার তিরিশও হ'তে পারে, কেননা মেয়েদের বয়েস আর পুরুষের রোজগার, এ হুটোর সঠিক খবর কেউ বলতে পারে না—কি বল ভাই স্বপনকুমার ?

তপন। স্বপনকুমার নয় তপনকুমার।

অনন্ত। এই দেখ তপনকে স্বপন দেখে ফেললাম। তা কিছু

মনে করোনা ভাই—নামে আর কি এসে যায়—মানুষটা তো বদলায় না।

কমল। [ একটি হীরের ব্রচ আগাইয়া দিয়া বলে ] দাদু, এই হীরের ব্রচটি তপনকুমার অমিতাকে প্রেজেণ্ট দিচ্ছে।

অনন্ত। [ দেখিয়া বলেন ] খাসা জিনিষ, একেবারে হীরের মতনই জ্বলজ্বল করছে। মানে হীরের জিনিষ ঘুষ দিয়ে দিদিমণির মনটি উনি জয় করতে চান্।

মিঃ গস্। সেকি মশাই! Presentation কি ঘুষ নাকি?

অনন্ত। হ্যাঁ ভাই, ঘুষেরই ভদ্র সংস্করণ হ'ল Presentation.

অঞ্জলি। দাদু, তুমি এঁকে নিয়ে একটু ভেতরে চল। [ প্রাণবল্লভকে দেখাইয়া বলে ]

অনন্ত। কেন ভাই?

অঞ্জলি। চল না।

অনন্ত। ও, বুঝেছি বুঝেছি। আসুন প্রেমবল্লভবাবু

প্রাণ। আজ্ঞে প্রেমবল্লভ নয়, প্রাণবল্লভ।

অনন্ত। ঐ একই কথা।

প্রাণ। আজ্ঞে না, একই কথা নয়। আমার বাবা বল্লভ বিশ্বাসের আমি প্রাণের মতন প্রিয় ছিলাম, তাই তিনি আদর করে নাম রেখেছিলেন প্রাণবল্লভ।

অনন্ত। ও...আসুন আসুন।

[ অনন্তবাবু আগাইয়া যান্ প্রাণবল্লভ বলেন ]

প্রাণ। দেখ পুঁটি—

[পুঁটি একেবারে জ্বলিয়া উঠে ]

আহা-হা চটিস্ কেন ?

[ প্রাণবল্লভের প্রস্থান ]

কমল। [ প্রোগ্রাম দেখিয়া বলে ] তাহ'লে কণ্ঠ সঙ্গীতের আসরই চলুক। আসুন মিস্ বেবী।

বেবী। ক্ষমা করবেন, আমার গলার অবস্থা খারাপ।

কমল। আপনার কথা শুনে গলার অবস্থা খারাপ বলে তো মনে হচ্ছে না ?

বেবী। বিশ্বাস করুন, কাল রাত বারোটা অবধি ব্যারিষ্টার বাসুর ডিনার পার্টিতে গান গেয়ে, আজ আর কথা কইতে পারছি না। আমায় আর অনুরোধ করবেন না।

কমল। অগত্যা। এইবার নৃত্যকুমারী মধুমালতী—এসো মালতী।

[ মালতী নাচে অপরূপ নৃত্য। নৃত্যশেষে ভণ্ডুলের প্রবেশ ]

ভণ্ডুল। এই যে, আপনার খাবার দাবার ওপরে দেওয়া হয়ে গেছে। আপনার এঁদের সকলকে নিয়ে ওপরে যেতে পারেন।

তপন। ওপরে ?

ভণ্ডুল। ওপরে মানে একেবারে ওপরে নয়,—আপনার তিনতলায়।

[ প্রস্থান ]

কমল। [ জোড় হাত করিয়া বলে ] আসুন আপনারা।

[ সকলে একে একে চলিয়া যায়—কবি ললিতকুমার অমিতার দিকে চাহিতে চাহিতে আগাইতে গিয়া হোঁচট খায়—কমল ধরিয়া ফেলে ]

কমল। লাগেনি তো ?

ললিত। না। [ অমিতাকে বলে ] আপনিও চলুন ···।

কমল। যাবেন···উনিও যাবেন।

[ কমল ও ললিতকুমারের প্রস্থান অমিতা presentation গুলি লইয়া আগাইতে যায়—দাশু প্রবেশ করে। পরণে কোঁচকানো দোমড়ানো সিল্কের পাঞ্জাবী, মুখে খাবলা খাবলা পাউডার। হাতে একটি আংটি। অমিতাকে দেখিয়া মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, অমিতা পিছন ফিরিয়া ছিল, দাশুকে দেখিতে পায় না ]

[ অঞ্জলির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। হ্যাঁরে অমি···[দাশুকে দেখিতে পাইয়া ক্ষেপিয়া ওঠে] এ কি, তুমি আবার ওপরে এসেছ ? তোমায় না আসতে বারণ করেছিলাম—এই বাঁদরের মতন সাজ করে ওপরে আসবার কি দরকার ছিল। বেরোও, বেরোও, এখান থেকে······যাও······

[ অঞ্জলি দাশুকে ধাক্কা দিয়া নীচে পাঠাইতে চায়—কালীরাম ট্রেতে সরবতের গেলাস সাজাইয়া লইয়া অন্য-মনস্কভাবে আসিতেছিল—দাশুর ধাক্কা লাগিয়া সব পড়িয়া

যায়, ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। দাশুও মাটিতে পড়িয়া যায়, কালীরাম তাহাকে ধরিয়া ফেলে ]

অঞ্জলি। সব নষ্ট করলে তো ? তোমাদের নিয়ে কি করবো বল্‌তে পারো ? আপদগুলোকে নিয়ে হাড়মাস জ্বলে গেল। পাঁচজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছে—ছি ছি, তোমাদের মরণও হয় না।

[ নেপথ্যে মিণ্টু ডাকে—"মা, তাড়াতাড়ি এসো ]"

অঞ্জলি। ওকে আর তুলতে হবে না। ঐগুলো তুলে নিয়ে যাও……আয় অমি……

[ অঞ্জলির প্রস্থান—কালীরাম ভাঙা গেলাসগুলি তুলিয়া লইয়া যায় ]

অমিতা। [ দাশুর সামনে আসিয়া দাঁড়ায় ] আপনি কেন এখানে এসেছেন ? আমি না হয়, না জেনে, না বুঝে, আপনাকে ওপরে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু আপনি তো জানেন—এখানে আপনাকে মানুষ বলে কেউ ভাবে না। কেন এসেছেন, বলুন কেন এসেছেন ?

[ দাশু হাতের আংটি তুলিয়া দেখায় ]

আমায় আপনি আংটি দিতে এসেছিলেন ?

[ আংটি হাতে লইয়া দেখিয়া বলে ]

এ আংটি আপনি কোথায় পেলেন ?

দাশু। বাবার।

অমিতা। আপনার বাবার আংটি? [আংটিটি মাথায় ঠেকাইয়া শ্রদ্ধা জানায়] বেশ, আমি এটা গ্রহণ করলাম। [নিজের আঙ্গুলে পরিতে গিয়া কি মনে পড়ে বলে] তবে এটা আপনার বাবার স্মৃতি, আপনার কাছেই থাক্—।

[ আংটিটি দাশুর আঙ্গুলে পরাইয়া দেয়। আনন্দে দাশুর মুখ অপরূপ দেখায় ]

**পর্দ্দা নামিয়া আসে।**

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ দোতলার ঘর—মিণ্টু খাটে শুইয়া আছে, কয়েকদিন হইল তাহার অসুখ করিয়াছে, নীচে নামিতে পায় নাই। মাথার কাছে টেবিলে ওষুধের শিশি, ফল ও কাঁচের গেলাসে জল, মুখটি ঢাকা দেওয়া আছে। ঘরের আর এককোণে টেবিলে একটি কাঁচের কুঁজোর জল ও মুখে কাঁচের গেলাস তার পাশে দুচারটি বাটি, ঘটি ইত্যাদি রাখা আছে। ঘরের মধ্যস্থলে একটী চেয়ার। অমিতা খাটে বসিয়া মিণ্টুকে গল্প বলিতেছিল ]

অমিতা। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে আবার রাজপুত্তুর আসবে—রাজকন্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ····· বিয়ে করবে। রাজকন্যা বসে বসে এই কথাই ভাবে। (মস্তবড় রাজপ্রাসাদ খালি পড়ে আছে—রাক্ষসেরা সকলকে খেয়ে ফেলেছে। সোণার গাছে হীরে মুক্তো চূনী পান্না সব ফুটে রয়েছে। রাজকন্যার কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। সে খালি দূরের আকাশের পানে চেয়ে দেখে। কখন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্তুর আসবে,—কবে এই বন্দিনী রাজকন্যাকে রাক্ষসপুরী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে

যাবে।) দিন যায়···মাস যায়······বছর যায়······ রাজপুত্তুর আর ফেরে না।

[ অনন্তের প্রবেশ ]

মিণ্টু। হ্যাঁ রাঙামাসী, রাজপুত্তুর এলো না ?

অমিতা। এলো, অনেকদিন বাদে এলো—তখন···

অনন্ত। তখন রাজকন্যা চেয়ে দেখলে, এতো সেই তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ রাজকুমার তপনকুমার নয়, এ যে তার পক্ককেশ বৃদ্ধ দাদু অনন্তকুমার···হাঃ হাঃ হাঃ···। হ্যাঁ ভাই কি যেন বলবো বলে এলাম, আর রাজকন্যার দুঃখের গল্প শুনে একেবারে ভুলে গেলাম।

অমিতা। কোন কথাটাই বা তোমার মনে থাকে দাদু ?

অনন্ত। তোরই মতন অবস্থা হয়েছে ভাই—সব ভুলে গিয়ে খালি ঐ রাজপুত্রের চিন্তা।

অমিতা। আঃ দাদু, সব সময়ে তোমার ঠাট্টা তামাসা।

অনন্ত। কি জানিস্ ভাই, জীবনটাকে যদি ঠাট্টা-তামাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারিস্ তো, হাজার দুঃখ এলেও সহজে কাবু করতে পারবে না। (অনন্ত আয়ু নিয়ে অনন্তবাবু যে আজও বেঁচে আছে, এ শুধু ঐ ঠাট্টা তামাসার জোরে, বুঝলি ভাই।) মিণ্টুবাবু, চট্‌পট্ সেরে ওঠো—আর শুয়ে থাকলে যে সব ভেস্তে যাবে ?

মিণ্টু। কেন ?

অনন্ত। তোমার রাঙা মাসীর বিয়ে—সব দল বেঁধে পাটনা যাবো—তুবেলায় চারবেলার খাবো।

অমিতা। যার বিয়ে তার হুঁস নেই, আর পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। দাত্নর তাই হয়েছে। দিনরাত বিয়ে, বিয়ে আর বিয়ে।

অনন্ত। তুই না হয় বেহুঁস হয়ে আছিস্, আমাদের হুঁস রেখে কাজ করতে হবে তো ?

[ কালীরামের প্রবেশ ]

কালীরাম। বাবু, মা আপনাকে আর রাঙাদিদিমণিকে ডাকছেন।

অনন্ত। কেন বল্ তো ?

কালীরাম। খাবার দেওয়া হয়েছে। বড়বাবুর ফিরতে দেরী হ'তে পারে, তাই আপনাদের খেয়ে নিতে বললেন।

অমিতা। জামাইবাবু আবার কোথায় গেলেন ?

অনন্ত। তোর চিন্তায় কি আমাদের কারুর ঘুম আছে ভাই ? কাল পাটনায় ফিরবো তার আগে পবনকুমারের বাবার সঙ্গে কথাটা পাকাপাকি করে ফেলতে হবে তো ? তাই কমল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

অমিতা। ওর জন্যে অত ব্যস্ত না হ'লেও চলতো। এখন খেয়ে নেবে চল—দিদি বসে আছে।

অনন্ত। ও…অঞ্জলি আবার…চল চল…।

অমিতা। কালীরাম, মিণ্টুর কাছে একটু বোসো। চল দাদু।

[ অনন্ত ও অমিতার প্রস্থান ]

কালীরাম। খোকাবাবু, রাঙা দিদিমণির বিয়েতে আমাকেও পাটনা নিয়ে যাবে তো ?

মিণ্টু। না, কাকুকে নিয়ে যাবো। [ একটু থামিয়া বলে ] কাকু কি করছে রে ?

কালীরাম। সেই কুকুরটাকে নিয়ে খেলা করছে।

মিণ্টু। আমার কথা জিজ্ঞেস করে না ?

কালীরাম। সারাদিন খেলাতেই ব্যস্ত… !

মিণ্টু। ও……

[ নেপথ্যে অঞ্জলির ডাক শোনা যায়, "কালীরাম—কালীরাম।" ]

কালীরাম। যাই মা।

[ কালীরামের প্রস্থান, একটু পরে দাশুর প্রবেশ, চক্ষে ভীত চাহনি, জামার তলায় একটি হাতে কি লুকানো আছে। ধীরে ধীরে মিণ্টুর কাছে আসিয়া ডাকে ]

দাশু। এই মিণ্টু।

[ মিণ্টু ওপাশ ফিরিয়া শোয়। দাশু খাটের একপ্রান্তে বসিয়া পড়ে এবং মিণ্টুকে এইদিকে ফিরাইয়া দেয়—দুজনের মুখেই আনন্দের হাসি ]

দাশু। আস্‌তে পারিনি বলে রাগ করেছিস্ বুঝি ? [ জামার তলা হইতে একটি ঠোঙা বাহির করিয়া দেয় ] এই নে, খা।

মিণ্টু। [ দেখিয়া বলে ] সন্দেশ ? কোথায় পেলে কাকু ?

দাশু। পরশু তোর রাঙা মাসীমা দিয়েছিল।

মিণ্টু। তুমি খেয়েছ ?

দাশু। হ্যাঁ, খুব ভালো···এটা তোর।

[ মিণ্টু সন্দেশ খাইতে থাকে, নেপথ্যে অঞ্জলির ডাক শোনা যায়—"কালীরাম—কালীরাম··।" ]

দাশু। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে-না—তোর মা আস্‌ছে। আমি নীচে পালাই···।

[ তাড়াতাড়ি করিয়া খাইতে গিয়া সন্দেশ মিণ্টুর গলায় আটকাইয়া যায়—মিণ্টু ছটফট্ করে ]

মিণ্টু। জল···কাকু জল।

দাশু। দাঁড়া···চেঁচাসনি···জল দিচ্ছি, চেঁচাস্‌নি।

মিণ্টু। [ চেঁচায় ] জল · জল ··

[ দাশু দেখিতে পায় ঘরের এককোণে কাঁচের কুঁজোয় জল রহিয়াছে—সে তাড়াতাড়ি যাইতে গিয়া চেয়ার উল্টাইয়া পড়ে—সেই শব্দে অঞ্জলি ছুটিয়া আসে; মিণ্টু এখনো চেঁচায় "জল জল।" ]

অঞ্জলি। কি হয়েছে রে মিণ্টু···কি হয়েছে ?

মিণ্টু। জল।

[ মাথার কাছেই গেলাসে জল ছিল, অঞ্জলি তাড়াতাড়ি মিণ্টুকে খাওয়াইয়া দেয় ]

অঞ্জলি। এই নে। সন্দেশ···সন্দেশ কোথা থেকে এলো? একি, পচা গন্ধ বেরোচ্ছে যে—এ-সন্দেশ তুই কোথায় পেলি?

[ দাশু বৌদির ভয়ে পালাইতে গিয়া কাঁচের কুঁজোর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়ে—কুঁজো পড়িয়া চুরমার হইয়া যায় ]

ও তুমি? তোমায় না ওপরে উঠতে বারণ করে-ছিলাম? কেন ওপরে এসেছো? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কথার জবাব দাও।

দাশু। [ ভয়ে ভয়ে বলে ] মিণ্টুর অসুখ।

অঞ্জলি। মিণ্টুর অসুখ বলে তাকে সন্দেশ খাওয়াতে এসেছ? তিনদিন যার পেটে বার্লির জল ছাড়া আর কিছু পড়েনি, তাকে তুমি আদর করে পচা সন্দেশ খেতে দিলে? তোমায় নিয়ে আমি কি করবো বলতে পারো?

[ কমলের প্রবেশ ]

কমল। কি হয়েছে?

অঞ্জলি। তোমার আদুরে ভাই কি করেছে দেখ।

কমল। কি?

অঞ্জলি। মিণ্টু তো এতক্ষণ হয়ে গিয়েছিল।

কমল। সে কি !

[ কমল মিণ্টুর কাছে ছুটিয়া যায়—পিছনের জানালা দিয়া দেখা যায় যে, অমিতা বারান্দা দিয়া কোথায় যাইতেছিল, ইহাদের কথা শুনিয়া জানলার পাশে দাঁড়াইয়া পড়ে ]

অঞ্জলি। গোঁ গোঁ শব্দ আর চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি, মিণ্টুর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে আর জল জল করে চেঁচাচ্ছে। (তাড়াতাড়ি জল খাইয়ে কোনরকমে সুস্থ করি। যে রুগীকে ডাক্তার খালি জল-বার্লি খেতে বলেছে,) তার মুখে কিনা তোমার গুণধর ভাই পচা সন্দেশ গুঁজে দিয়েছে ?

কমল। বল কি ?

অঞ্জলি। ঐ দেখ না। [ কমল ঠোঙা শুঁকিয়া ফেলিয়া দেয় ] ওতো ওর কাছে বিষ।

কমল। ঠিক কথা।

অঞ্জলি। ঠিক কথা ! তোমার আদরেই তো ওর সাহস এতটা বেড়ে গেছে।

কমল। আমার আদরে ?

অঞ্জলি। তা নয় তো কি ? তা নইলে ওর এতবড় সাহস হয় যে ওপরে উঠে আসে ? আমার কথা যদি গ্রাহ্য করতো, ওপরে আসতে ভরসা পেতো না। দিনের

পর দিন ওর বজ্জাতি বেড়েই চলেছে—আর তুমি মুখ বুঁজে ভালমানুষটি সেজে, চুপ করে বসে আছ।

[ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে অঞ্জলির প্রস্থান ]

কমল। [ দাশুর কাছে গিয়া প্রশ্ন করে ] কেন ওপরে এসেছিস, বল, কেন ওপরে এসেছিস্? [ দাশুর গালে ঠাস করিয়া চড় মারে ] বেরিয়ে যা…বেরিয়ে যা এখান থেকে, বেরো…

[ অমিতা জানলার পাশ হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায় ]

দাশু। [ কাঁদিতে কাঁদিতে বলে ] আমায় তুমি মারলে?

[ তারপর টলিতে টলিতে বাহির হইয়া যায় ]

মিণ্টু। বাবা, কাকুকে তুমি মারলে?

[ কমল ছুটিয়া গিয়া মিণ্টুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলে ]

কমল। হ্যাঁরে…আমি তোর কাকুকে মেরেছি, বড্ড মেরেছি।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### সিঁড়ির সামনে দালান

[ পরদিন সকালবেলা। হাতে একটি বিস্কুট লইয়া কামড়াইতে কামড়াইতে দাশু প্রবেশ করে—তাহার আগে কালীরাম বাজারের থলি লইয়া বাহির হইয়া যায়। কমল সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিল—হঠাৎ দাশুকে দেখিয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া পড়ে। কাল এই দাশুকে সে অঞ্জলির কথায় রাগিয়া চড় মারিয়াছে—সেই আঘাতের দ্বিগুণ আঘাত নিজের বুকেও বাজিয়াছে। কমল নামিয়া আসিয়া দাশুকে বুকে জড়াইয়া ধরে—বুকে, পিঠে হাত বুলায়, আদর করে—কাল যে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অঞ্জলির কথায় তাকে মারিয়াছিল, আজ তারই জন্য নীরব ক্ষমা চাহিয়া লয়। অমিতা উপর হইতে নামিতেছিল—দাশুবাবুকে জামাইবাবু আদর করিতেছেন দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। হঠাৎ কমল অমিতাকে দেখিতে পায় এবং দ্রুতপদে বাহিরে পালায় ]

[ অমিতা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসে ]

অমিতা। আপনার দাদা আপনাকে খুব ভালবাসেন না ?

দাশু। হ্যাঁ।

অমিতা। আর কে ভালবাসে ?

দাশু। [ লজ্জিতভাবে বলে ] আপনি।

[ দাশুর হাতের বিস্কুট মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল—তুলিয়া লইতে যায়। অমিতা হাত ধরিয়া ফেলে বলে ]

অমিতা। না না, ও-বিস্কুট খাবেন না। আমি আপনার জন্যে আর বিস্কুট এনে দিচ্ছি।

[ অমিতার প্রস্থান। কিছু পরে কালীরামের বাজার লইয়া প্রবেশ ]

কালীরাম। ছোটবাবু, মিণ্টুবাবু আপনাকে ডেকেছে। ওপরে চলুন না—মিণ্টুবাবুকে দেখে আসবেন।

দাশু। না।

কালীরাম। মা তো রান্নাঘরে রয়েছেন, এখন আর ওপরে যাবেন না। চলুন না, একবারটি মিণ্টুবাবুকে দেখে আসবেন—ছেলেমানুষ, কাল থেকে বড্ড কাঁদছে।

দাশু। এ্যাঁ, কাঁদছে?

কালীরাম। হ্যাঁ, আমায় চুপিচুপি বল্‌লে "কাকুকে একবার ডেকে দিও তো কালীরাম।"

দাশু। বল্‌লে?

কালীরাম। হ্যাঁ, আমি বাজারটা রেখে আসছি। আর দেখে আসি, মা কি করছেন।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

দাশু। কালীরাম, কেমন আছে রে?

কালীরাম। ভাল আছে। আমি এক্ষুণি আসছি।

[ কালীরামের প্রস্থান ]

[ চা বিস্কুট লইয়া অমিতার প্রবেশ ]

অমিতা। এই নিন্। [ দাশুর হাতে বিস্কুট দেয়, বলে ] সবগুলো খেয়ে ফেলুন, কেমন ? আমি আসছি।

[ অমিতা উপরে চলিয়া যায়, দাশু বহুকষ্টে চায়ের কাপে বিস্কুট ডুবাইতে সমর্থ হয়। যেমনি বিস্কুটটি মুখে পুরিতে যাইবে, কালীরাম ছুটিয়া আসিয়া বলে ]

কালীরাম। ছোটবাবু, চা বিস্কুট পরে খাবেন—এখন চলুন। মা রাঁধছেন, এইবেলা মিণ্টুবাবুকে দেখে আসবেন।

[ কালীরাম দাশুকে ধরিয়া সিঁড়িতে ওঠে, এমন সময়ে অঞ্জলির ডাক শোনা যায়-"কালীরাম কালীরাম"। কালীরাম ডাক শুনিয়া দাশুকে সিঁড়ির মধ্যস্থলে ফেলিয়া ওপরে পালাইয়া যায়। দাশু নামিবার চেষ্টা করে—কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে অঞ্জলির প্রবেশ। দাশুকে সিঁড়িতে দেখিয়া ক্ষেপিয়া ওঠে ]

অঞ্জলি। আবার ওপরে গিয়েছিলে ?

দাশু। না বৌদি।

অঞ্জলি। না বৌদি—মিছে কথা বল্ছো ? চোখের সামনে দেখছি ওপর থেকে নীচে নামছো, আর বল্ছো যাইনি। নামো···নামো—

[ হাত ধরিয়া এক হাঁচকা টানে দাশুকে নীচে নামাইয়া দেয়—দাশু পড়িয়া যায় ]

কাল তো পচা সন্দেশ খাইয়ে তাকে মারতে গিয়েছিলে, আজ কি আছে দেখি ?

[ দাশুর পকেট হইতে আধখানা বিস্কুট বাহির করে ]

তোমার এঁটো নাল মাখানো বিস্কুট ওকে দিয়ে এলে ? কাল তোমার দাদার কাছে মার খেয়েছো, ওপরে উঠতে বারণ করে দিলে, আর আজ সকাল না হ'তে হ'তেই, যেমনি দাদা বাইরে বেরিয়েছে, অমনি উপরে উঠে গেছ ? বেরোও···বেরোও বাড়ী থেকে। এই লক্ষ্মীছাড়া আপদটাকে নিয়ে হাড়মাস জ্বলে গেল, এর মরণও হয় না !

[ অঞ্জলির এই সব কথার মাঝে অমিতা আসিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছিল—এইবার রুগ্ন মিণ্টুও আসিয়া দাঁড়ায় ]

দাশু। এ-বাড়ীতে থাকবো না।

অঞ্জলি। কে তোমাকে থাকতে সাধছে ? দূর হও না। এ-বাড়ী ছাড়া আর কোন চুলো আছে ?

দাশু। বিশুকাকার কাছে চলে যাবো।

অঞ্জলি। বিশু কা-আ-কা। নিজে খেতে পায় কিনা তার ঠিক নেই, আবার তোমায় পুষবে ? তাই যাও, যেখানে হয় বিদেয় হও।

দাশু। যাবোই তো।

অঞ্জলি। এখুনি যাও, এই মূহূর্ত্তে দূর হও।

দাশু। থাকবো না, থাকবো না···

[ দাশু প্রস্থানোদ্যত হয় মিণ্ট ছুটিয়া আসে ]

মিণ্টু। কাকু তুমি যেওনা, তুমি যেও না···

[ অমিতা মিণ্টুকে ধরিয়া ফেলে, অঞ্জলি তাহাকে টানিতে টানিতে উপরে লইয়া যায় আর বলে ]

অঞ্জলি। তুই কেন উঠে এসেছিস? মাথা ঘুরে পড়ে যাবি যে? চল্···

দাশু। আর এ বাড়ীতে আসবো না রে মিণ্ট······আর আসবো না।

মিণ্টু। [ উপরে যাইতে চাহে না ছটফট করে আর বলে ] মাসীমা, কাকুকে যেতে দিও না—গাড়ীচাপা পড়বে মাসীমা কাকুকে ফেরাও···ফেরাও···

[ অঞ্জলি মিণ্টুকে টানিয়া উপরে লইয়া যায়—দাশু টলিতে টলিতে বাহির হইয়া যায় "থাকবো না···থাকবো না···।" অমিতা ছুটিয়া গিয়া দাশুকে ধরিয়া আনে ]

দাশু। ছেড়ে দিন···আমি থাক্‌বো না—চলে যাবো।

অমিতা। ছি· অমন করবেন না।

দাশু। [ কাঁদিয়া ফেলে ] আমায় খেতে দেয় না···মারে।

অমিতা। অমন করে কাঁদবেন না। আপনার কান্না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয় আমি সইতে পারি না।

দাশু। [তেমনি ভাবেই কাঁদে আর বলে] বাবা নেই বিশুকাকা নেই, আমার কেউ নেই।

অমিতা। কেউ না থাক্, আমি তো রয়েছি।

দাশু। আপনি তো চলে যাবেন।

অমিতা। কে বলেছে?

দাশু। কালীরাম।

অমিতা। কি বলেছে?

দাশু। তপনকুমার আপনাকে নিয়ে যাবে।

অমিতা। ও সব মিছে কথা।

দাশু। আপনি রোজ তপনকুমারের সঙ্গে বেড়াতে যান।

অমিতা। এবার থেকে আপনাকে নিয়ে যাবো।

দাশু। তপনকুমার?

অমিতা। যাবে না। শুধু আপনি, আমি আর মিণ্টু।

দাশু। [আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলে] মিণ্টু, আমি আবার ফিরে এসেছিরে। তুই আমি আর আপনি, না? [অমিতা সম্মতি জানায়] তপনকুমার যাবে না, তপনকুমার যাবে না।

[অমিতা চোখের জল মোছে]

# তৃতীয় দৃশ্য

## দোতলার বারাণ্ডা

[ অঞ্জলি পশম বুনিতে বুনিতে প্রবেশ করে, মুখে চোখে রাগের লক্ষণ বর্ত্তমান, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকে ]

অঞ্জলি। অমি···অমি···?

[ অমিতার প্রবেশ ]

তুই কি ভেবেছিস বলতো ?

অমিতা। কেন ?

অঞ্জলি। ঐ আপদটাকে আবার বাড়ীতে ফিরিয়ে এনেছিস ?

অমিতা। দিদি, মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শেখো··· আপদ নয়।

অঞ্জলি। বইয়ে পড়া ঐ সব বড়বড় কথায় লোকের কাছে প্রশংসা পাওয়া যায়, সংসার করা চলে না। ওকে নিয়ে ঘর করার যে কি জ্বালা, সে তুই কি বুঝবি ? আমি জানি।

অমিতা। পৃথিবীতে সব মানুষের সমান বুদ্ধি হয় না আর সবাই সুস্থ হয়েও জন্মায় না। তাই বলে কি তাদের আমরা অবহেলা করবো ?

অঞ্জলি। না ? মাথায় করে নাচবো···মুখের কাছে সরের বাটি ধরে বসে থাকবো। দশবছর আমার বিয়ে হয়েছে, ওকে নিয়ে সমানে জ্বলছি। এতটুকু বুদ্ধি

যদি ওর মাথায় থাকতো আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'তো না।

অমিতা। বুদ্ধি ওর নেই কে বললে ? বুদ্ধি ঠিকই আছে কিন্তু দিনরাত তোমাদের বকুনি, ধমক আর নির্যাতনে চাপা পড়ে গেছে।

অঞ্জলি। ও···। চাপা পড়ে গেছে ? তা এখন কি করতে হবে ?

অমিতা। একটুখানি স্নেহের চোখে যদি তোমরা ওকে দেখতে, একটুখানি সেবা যত্ন আর ভালবাসা যদি ও পেতো তাহলে ওর মনের জড়তা আপনিই কেটে যেতো। ওর ভেতরের সুপ্ত মানুষটি আস্তে আস্তে জেগে উঠ্‌তো।

অঞ্জলি। ওকে শুধু আমরা বকেছি, ধমকেছি আর গালাগালি দিয়েছি— খেতে পরতেও দিইনি আর দেখাশোনাও করিনি, কেমন ?

অমিতা। তুবেলা তুমুঠো অনাদরের অন্ন আর দেহের আচ্ছাদনের জন্যে একটুকরো বস্ত্র, এই কি সব ? এরই জন্যে কি মানুষ বেঁচে থাকে ?

অঞ্জলি। তবে ?

অমিতা। মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসা দিয়ে দূরের মানুষকে কাছে টেনে আনা যায়—আপন জনের তো কথাই নেই। যে সংসারে এরই অভাব, সেখানে মানুষের মন হাঁপিয়ে ওঠে—সে দূরে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

অঞ্জলি। তুই কি আমাকে সংসার করা শেখাতে এসেছিস ?

অমিতা। না দিদি, তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়, তোমার কাছেই বরং শিখবো। তোমাদের আদর্শই আমার শিক্ষণীয় হওয়া উচিত, কিন্তু দাশুবাবুর সঙ্গে যে ব্যবহার তুমি কর, নিজের বোন হ'লেও, আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা ঠিক মানুষের মত ব্যবহার নয়।

অঞ্জলি। কি বললি ? আমি মানুষের মতন ব্যবহার করিনা ? করবো কেন ? জানোয়ারের সঙ্গে কেউ মানুষের মতন ব্যবহার করে ?

অমিতা। ছিঃ দিদি—মানুষকে ছোট ভেবে নিজে ছোট হয়োনা ছোট মনের পরিচয় আর দিও না ?

অঞ্জলি। কি বললি ? আমার ছোট মন ? আমি ছোটলোক ? বেশ তো ওর জন্যে এতই যদি দরদ, ওর একটা ব্যবস্থা তোরাই না হয় কর।

অমিতা। হ্যাঁ, তাই করা দরকার।

অঞ্জলি। তাই কর। আমার এখানে থাকলে ও খেতে পাবেনা, পরতে পাবে না।—কষ্ট পাবে। তার চেয়ে যেখানে গেলে ও ভাল থাকবে সুখে থাকবে, সেই খানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। ও-ও বাঁচে আর আর আমারও হাড় জুড়োয়।

অমিতা। দিদি, একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ।

অঞ্জলি। এতে ভাববার কি আছে? আজ তো পাটনায় যাচ্ছিস্ সঙ্গে করে ওকে নিয়ে যা না।

[ রাগে গরগর করিতে করিতে অঞ্জলি চলিয়া যায়—অমিতা নিজমনেই ভাবে, অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে "পাটনা—পাটনা ·· ?" ]

[ অনন্তবাবুর প্রবেশ ]

অনন্ত। কি ভাই, কার ধ্যান করছিস্? কি হয়েছে। এত কি ভাবছিস্ বল তো?

অমিতা। ভাবছি ঐ দাশুবাবুর কথা। আচ্ছা দাদু, দাশুবাবুকে দিদি কেন সহ্য করতে পারে না, বলতে পারো?

অনন্ত। কি জানিস্ ভাই, মানুষ যা চায়, সবটুকু যদি তার মনের মতন না হয়, তাহলেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অঞ্জলি ছোটবেলা থেকেই একটু আত্মসর্ব্বস্ব তাই বোধ হয় দাশুকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না।

অমিতা। পৃথিবীর সব কিছুই কি আমাদের মনের মতন হয় দাদু?

অনন্ত। সব কেন ভাই—কোনটাই ঠিক মনের মত হয় না। জীবনে শান্তি পেতে হ'লে, মানুষকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, অনেক কিছু বিসর্জ্জন দিতে হয়। যে তা না পারে সে নিজেও সুখী হয় না আর পরকেও সুখী হতে দেয় না।

অমিতা। তাই ভাবছি দাদু। আজ আমরা চলে যাবো ওঁর কপালে কি আছে, কে জানে! ওঁকে কে দেখবে?

অনন্ত। ভগবান দেখবেন।

অমিতা। [ দুঃখের হাসি হাসিয়া বলে ] কল্পনার স্বর্গের ভগবান নীচে নেমে এসে কোনদিনই মর্ত্তের মানুষের দুঃখ দূর করেন না দাদু—এই মানুষকেই মানুষের জন্যে ভাবতে হয়—মানুষের দুঃখ দূর করতে হয়। দিদির ভয়ে উনি যেন কেমন হয়ে গেছেন। কোন কথা বলতে পারেন না, শুধু অসহায় করুণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন।

অনন্ত। এ অঞ্জলির অন্যায়।

অমিতা। কে বলবে দাদু? দিদির মুখের ওপর কথা বলবার সাহস কারও নেই। এঁদের বাপের আমলের চাকর বিশ্বনাথ একদিন প্রতিবাদ করেছিল, দিদি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুনলাম, একদিন নাকি সে দেশ থেকে কলকাতায় এসেছিল, দাশুবাবুকে একবার দেখতে—দিদি তাকে দরজা থেকেই দূর করে দিয়েছে, একবার চোখের দেখাও দেখতে দেয়নি।

অনন্ত। তা কমলও তো বল্‌তে পারে।

অমিতা। জামাইবাবু ভালোমানুষ, যেচে অশান্তি বাড়াতে চান্ না। জান দাদু, কাল দিদির লাগানি ভাঙানিতে ক্ষেপে গিয়ে জামাইবাবু পর্য্যন্ত ওঁকে মেরেছে?

অনন্ত। এঁ্যা, মেরেছে ?

অমিতা। দিদি তো আজ সকালে ওঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

অনন্ত। বলিস্ কি রে ?

অমিতা। আমি গিয়ে ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম। উনি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন আর বল্লেন, আমরা চলে গেলেই দিদি ওঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

অনন্ত। এতো বড় ভাবনার কথা হ'ল দিদি ?

অমিতা। তাই ভাবছি দাদু, কি করা যায় ? অনাদরে, অবহেলায় একটা মানুষ মরে যাবে, আর আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো ? আচ্ছা দাদু, আমরা যদি ওঁকে সঙ্গে করে পাটনা নিয়ে যাই ?

অনন্ত। পাটনায় ! খুব ভালো হয়। না না, মানে ভাল করে ভেবে দেখ—মনের বিবেকের অনুশাসনই সবচেয়ে বড়। ধীরে সুস্থে সবদিক ভালো করে ভেবে দেখ।

[ প্রস্থান ]

[ অমিতা একমনে চিন্তা করিতে করিতে অন্দরের দিকে আগাইতে থাকে—আনন্দোজ্জ্বল মুখে তপনের প্রবেশ ]

তপন। একি, এখনো তৈরী হন্ নি। আজ যাবেন না।

অমিতা। হ্যাঁ, আজই যাবো।

তপন। আর তো মোটে দুঘণ্টা সময় আছে। আপনি

তৈরী হয়ে নিন্, আমি বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

অমিতা। শুনুন।

তপন। কিছু বলবেন ?

অমিতা। আপনার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে।

তপন। বলুন ?

অমিতা। ধরুন, বিয়ে যদি আমাদের না হয় ?

তপন। বিয়ের তো এখনো তিন চার মাস দেরী, এখন থেকে ভাবছেন কেন ?

অমিতা। তিন চার মাস বাদে যদি না হয় ?

তপন। কেন হবে না? কথাবার্ত্তা তো সব ঠিক হয়েই আছে।

অমিতা। আমাদের ঠিক করা কথা বিধাতা হয়তো উল্‌টে দিলেন।

তপন। উল্‌টে দিলেন মানে ?

অমিতা। আমি বিয়ে করবো না।

তপন। বিয়ে করবেন না! কেন, আমি কি আপনার যোগ্য নই ?

অমিতা। না না, সে কথা নয়। বিয়ে আমি করতে পারবো না।

তপন। পারবেন না ? এই যদি আপনার মনে ছিল,

তাহ'লে এই প্রহসনের কি দরকার ছিল, বলতে পারেন ?

অমিতা। প্রহসন ?

তপন। নিশ্চয়ই ! প্রহসন ছাড়া আর কি বলবো ? কমলদা আর আপনার দাহু আমাদের বাড়ী গিয়ে সব কথাবার্ত্তা পাকা করে এলেন। অনেকদিন আগে বাবা এক জায়গায় আমার বিয়ের কথা দিয়েছিলেন। কমলদার অনুরোধে বাবা তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন। পাঁচজন আত্মীয় স্বজন একথা জানলো। আর আজ আপনি বলছেন, বিয়ে করবেন না। এর পরে আমার বাবা কি ক'রে লোকসমাজে মুখ তুলে দাঁড়াবেন, বলতে পারেন ?

অমিতা। কিন্তু, এ ছাড়া আমার যে আর উপায় নেই।

তপন। উপায় নেই তো আগে বলেন নি কেন ? দিনের পর দিন আমার সঙ্গে মিশেছেন, বেড়িয়েছেন—কত হাসি-গল্প-গান—ভবিষ্যতের কত মধুর স্বপ্ন, তখন কি একবারও মনে হয়নি যে, আপনি বিয়ে করতে পারবেন না ?

অমিতা। মানুষের মন কাঁচের মত স্বচ্ছ নয়, সমুদ্রের মত গভীর। তার কোন অতলের কোন ঢেউ, কখন ওপরে উঠে এসে তাকে তোলপাড় করে দেবে, তা সে নিজেও জানে না।

তপন। হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথায় বলতে পারেন, এর কারণটা কি ?

অমিতা। বিয়ে করে যদি আমি দূরে চলে যাই, একটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, হয়তো একজন মরে যাবে।

তপন। কে সে ?

অমিতা। দিদির দেওর।

তপন। দিদির দেওর .....? মানে ঐ দাশু ?

অমিতা। হ্যাঁ।

তপন। কি বলছেন! আপনি দাশুকে......?

অমিতা। [ বাধা দেয় ] না না, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। Brain Specialist Dr. Roy-এর কথাটা আশাকরি আপনার মনে আছে? একবার চেষ্টা করে দেখবো সেবা, যত্ন আর ভালবাসা দিয়ে ঐ জড়বুদ্ধি অসহায় মানুষটাকে মানুষ করা যায় কি না ?

তপন। এই জন্যে আপনি বিয়ে করতে চাইছেন না ?

অমিতা। হ্যাঁ......আজ থেকে এই আমার জীবনের ব্রত।

তপন। দেখুন, এর ওপর আমার আর কিছু বলবার থাকতে পারে না। এই ব্রত উদ্‌যাপনে আপনি যদি সফল হ'তে পারেন, তবে সকলের চেয়ে বেশী খুসী হব আমি।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

অমিতা। শুনুন, আমার জন্যে আপনাদের সকলকে আজ যে

অসুবিধায় পড়তে হোল, তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।

তপন। ক্ষমা চেয়ে আমায় আর লজ্জা দেবেন না অমিতা দেবী। একটু আগে যে সব রূঢ় কথা বলে আপনার মনে আঘাত দিয়েছি, তার জন্যে আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।

[ মিণ্টুর প্রবেশ ]

মিণ্টু। মাসীমা, শীগ্‌গীর এসো—কাকু তোমায় ডাকছে।

অমিতা। তুমি যাও, বল আমি যাচ্ছি।

[ মিণ্টুর প্রস্থান ]

তাহ'লে আপনি……।

তপন। হ্যাঁ, আমি এবার যাই।

অমিতা। ষ্টেশনে যাবেন না ?

তপন। না, থাক্। হ্যাঁ…যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—জীবনের চলার পথে যদি কোনদিন ক্লান্তি আসে, যদি কোনদিন আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, জানাবেন। যেখানেই থাকি, আমার সব কিছু নিয়ে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো। আচ্ছা চলি—নমস্কার।

[ ব্যর্থ ক্রন্দন চাপা দিতে গিয়া তপন ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যায়, অমিতা এই মহান প্রেমের উদ্দেশে প্রণাম জানায়—তাহার দুচোখ জলেভরা ]

## চতুর্থ দৃশ্য

### দাশুর ঘর

[ দাশু চৌকির উপর শুইয়া অস্থির ভাবে পা নাড়িতেছে—কালীরামের প্রবেশ ]

কালীরাম। ছোটবাবু, আপনি শুয়ে আছেন, ওদিকে যে সব গোছগাছ শেষ।

দাশু। কিসের রে?

[ কালীরাম দাশুকে হাত ধরিয়া তোলে ]

কালীরাম। জিনিষপত্তর বাঁধাছাঁদা হয়ে গেল—খাবার দাবার বেঁধে দিলাম। এইবার গাড়ী ডাকতে যাবো।

দাশু। কেন রে?

কালীরাম। ও হরি, আপনি কিছুই জানেন না? এখুনি যে রাঙা দিদিমণিরা চলে যাচ্ছে।

দাশু। কোথায়?

কালীরাম। পাটনায়।

দাশু। না, যাবে না।

কালীরাম। এই দেখুন, যাবে না কি? তপনকুমার এসেছে—রাঙা দিদিমণির বিয়ে—এক্ষুণি নিয়ে যাবে।

দাশু। কি?

কালীরাম। আচ্ছা, ব্যাপারটা আমি আরও ভাল করে জেনে আস্‌ছি।

[ কালীরাম চলিয়া যায়, দাশু অস্থির ভাবে ঘরময় ঘোরে আর নিজ মনেই বলে "না, যাবে না যাবে না··· ৷" মিণ্টু প্রবেশ করে। ]

দাশু। মিণ্ট, তোর রাঙামাসীমা এলো না কেন রে?

মিণ্টু। রাঙামাসীমা আজ বড় ব্যস্ত—এখুনি পাটনা চলে যাচ্ছে তো।

দাশু। না, যাবে না।

মিণ্ট। এক্ষুণি যাবে। তপনকাকু এসেছে—সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। রাঙামাসীর যে বিয়ে—

দাশু। বিয়ে! তপনকাকু···? [হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলে] মিণ্টু, ওকে ছাত থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারিস্?

মিণ্টু। কেন, তপনকাকু তোমার কি করেছে?

দাশু। তুই পারবি না—আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে দেবো।

[ দাশু ভিতরের দিকে যাইতে চাহে মিণ্টু তাহাকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করে—দাশু মিণ্ট র চুলের মুঠি ধরিয়া মারে ]

মিণ্ট। মাসীমা ··শীগ্‌গীর এসো।

দাশু। ছেড়ে দে মিণ্ট···ছেড়ে দে···।

মিণ্ট। [চেঁচায়]···মাসীমা···মাসীমা···

[ অমিতা ছুটিয়া আসে—দাশুকে ধরিয়া ফেলে। অমিতার স্পর্শে দাশু শান্ত হয় ]

অমিতা। দাশুদা, দাশুদা···কি হয়েছে?

দাশু। তপনকুমারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো।

অমিতা। তপনকুমার বাড়ী চলে গেছে আর কোনদিন এখানে আসবে না।

দাশু। পাটনা যাবে তো ?

অমিতা। না। আমি তোমায় পাটনা নিয়ে যাবো দাশুদা।

দাশু। এ্যাঁ···আমি পাটনা যাবো ?

অমিতা। হ্যাঁ···।

দাশু। সত্যি ?

অমিতা। সত্যি—এক্ষুনি যাবো আর সময় নেই। তৈরী হয়ে নাও দাশুদা।

দাশু। আমি পাটনা যাবো···মিণ্টু, আমি পাটনা যাবো।

[ অঞ্জলির প্রবেশ ]

অঞ্জলি। অমি, কি ব্যাপার বল তো ?

অমিতা। দাশুদাকে আমাদের সঙ্গে পাটনা নিয়ে যাচ্ছি।

অঞ্জলি। এই জন্যই কি তুই তপনঠাকুরপোকে তাড়িয়ে দিলি ? রাগের মাথায় আমি কি বলতে কি বলেছি, তাই বলে তুই ওকে সত্যিসত্যিই পাটনা নিয়ে যাবি ? তুইও কি পাগল হ'লি ?

অমিতা। [দাশুর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে] এক পাগলকে মানুষ করবার সাধনায়, আমিও না হয় কিছুদিনের জন্য পাগল সাজলাম দিদি—তাতে কা'র কি ক্ষতি ?

অঞ্জলি। ছেলেমানুষি করিস্‌নে অমি। ওকে নিয়ে সেখানে যে কি হাঙ্গামায় পড়তে হবে, তা তুই এখন বুঝতে পারছিস্ না।

অমিতা। তা হোক্ দিদি, তুমি আর অমত কোরো না।



[ ব্যস্তভাবে অনন্তর প্রবেশ ]

অনন্ত। কিরে, তোদের হ'ল ?

অঞ্জলি। দাদু শুনেছ, অমি দাশুকে পাটনা নিয়ে যাচ্ছে।

অনন্ত। খুব ভালো কথা।

অঞ্জলি। ভালো কথা ? তুমি এতে মত দিলে ?

অনন্ত। আমার মতামতে কি এসে যায় ভাই ? ওই পঙ্গু, অথর্ব্ব, অজ্ঞান মানুষটার সেবা করে ও যদি শান্তি পায়, আমি কেন বাধা দিই ভাই ?

[ কমলের প্রবেশ ]

এই যে কমল এসেছ ?

কমল। হ্যাঁ দাদু, তপনের মুখে সব শুনলাম।

অঞ্জলি। শুনেও চুপ করে আছ ? তোমরা সবাই মিলে এমন কাণ্ড করছো, যেন ও আর এখানে কিছুতেই টিঁকতে পারছে না। কি, তুমি কিছু বলবে না।

কমল। বলবো বৈকি, নিশ্চয়ই বল্‌বো। অযথা অশান্তির ভয়ে চিরদিন মুখ বুঁজে কাটিয়েছি—তোমার মুখের ওপর একটা কথাও বলিনি। আজ ও চলে যাচ্ছে,

আজও যদি কিছু না বলি তো ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন না—হয়তো বলবার ভাষা চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে যাবে। [একটু থামিয়া বলে] ওর এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

অঞ্জলি। কেন? এতদিন যখন থাকতে পারলো, আজ আর পারবে না?

কমল। ও তো তোমার আপদ, ওকে নিয়ে তোমার হাজার জ্বালা···আপদ না হয় বিদেয়ই হোল, তোমার জ্বালা তো কম্‌বে?

অঞ্জলি। কি? আমি ওর জন্যে কিছুই করিনি? শুধু আপদ বলেই ভেবে এসেছি।

কমল। যা করেছ, তা আর মুখ ফুটে বলা যায় না। দুবেলা দুমুঠো খেতে দেওয়াটাই সব নয়। চিরদিন ও তোমার করুণার ভিখারী হয়ে এখানে কেন পড়ে থাক্‌বে বলতে পারো? ওর জন্যে অনেক করেছ, আর বেশী কিছু করে কাজ নেই। এবার কিছুদিনের মত অমিতাকে ওর জন্যে ভাবতে দাও··।

অঞ্জলি। [চাপা ক্রোধে বলে] এইটুকুই বলবে, আর কিছু বলবে না?

কমল। আরো একটু বলবো, তবে তোমায় নয়, তোমার বোন অমিতাকে···। ওকে আমি আশীর্ব্বাদ করবো।

অঞ্জলি। আশীর্ব্বাদ করবে? বেশ, তোমরা সবাই মিলে যা

ভালো বোঝ কর। আমার মতামতের যখন কোন প্রয়োজনই নেই, তখন আমার আর এখানে না থাকাই ভালো।

[ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে প্রস্থান]

অমিতা। [কমলকে প্রণাম করে] আসি জামাইবাবু।

কমল। এসো ভাই—তোমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো জানি না। তবে তোমার মত মা-বোন যদি বাংলার ঘরে ঘরে জন্মায়, এইসব অসহায় বুদ্ধিহীন মানুষগুলো বাঁচে—এদের মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে।

অনন্ত। তোমরা তাহলে এসো। আমি দেখি জিনিষপত্তর-গুলো গাড়ীতে উঠলো কি না?

[প্রস্থান]

[দাশু কমলকে প্রণাম করে—কমল দাশুকে বুকে জড়াইয়া ধরে।]

কমল। দাশু···দাশু ·।

দাশু। দাদা···

কমল। আমি তোর অসহায় দাদা রে। এতটুকু স্নেহের পরশ দিতে পারিনি—তোর মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি। আজ অমিতা আমায় বাঁচালে—তোর মুখে হাসি ফুটিয়ে আমায় বড় শান্তি দিলে।

দাশু। মিণ্টু—

[মিণ্টু ছুটিয়া গিয়া দাশুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদে।]

মিণ্টু। কাকু, তুমি যেও না—আমি কা'র কাছে থাকবো?

দাশু। আমি আবার আসবো রে···ভালো হ'য়ে আবার ফিরে আসবো।

[দাশু মিণ্টুকে আদর করে—সবার চোখে জল···।]

**সমাপ্ত**